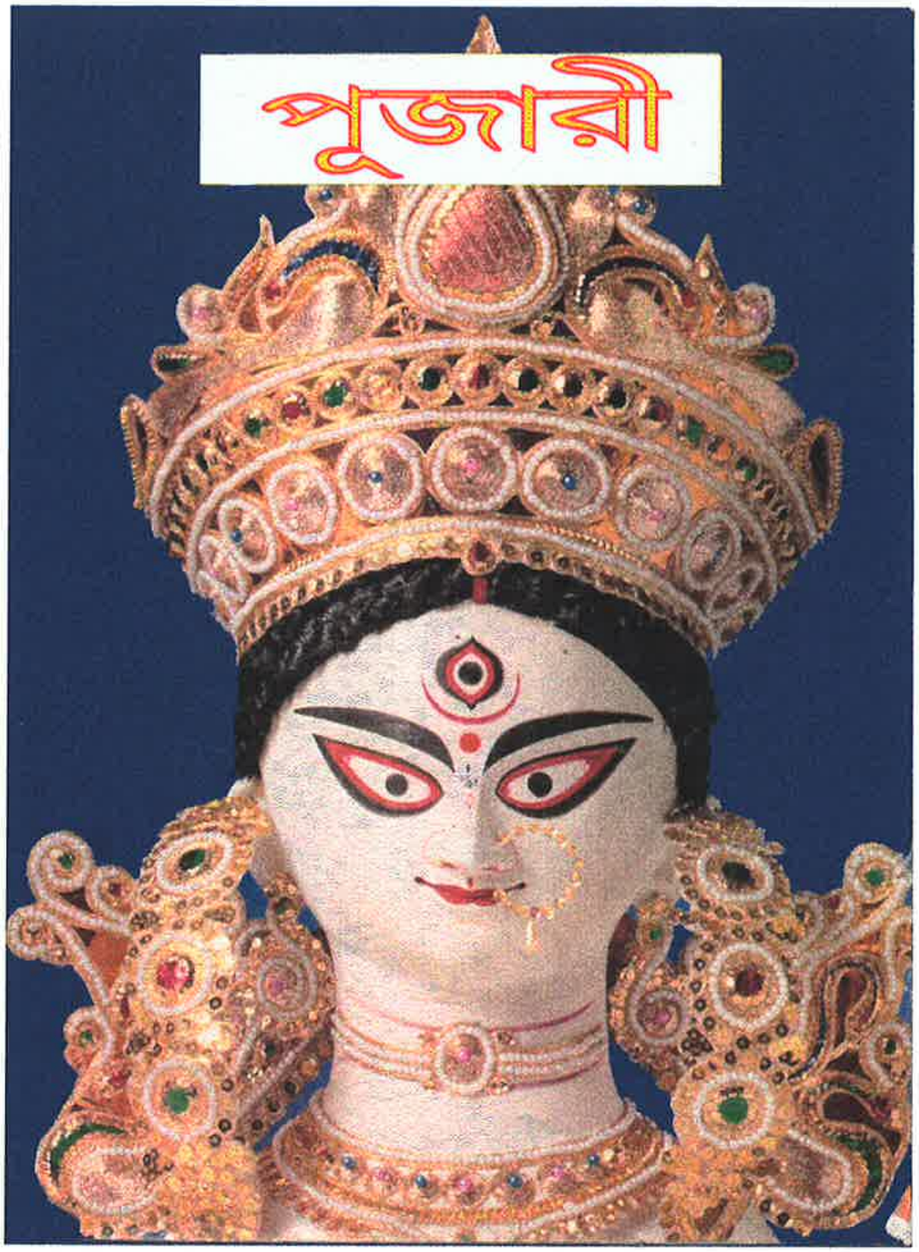

শ্রী শ্রী দুর্গা পূজা

Sree Sree Durga Puja

৯ই ও ১০ই আশ্বিন, ১৪০৫,

শনিবার ও রবিবার

পূজারী

September 26 & 27, 1998
Saturday and Sunday.

Pujari

চণ্ডী থেকে

শক্তির আধার দুর্গা দুর্গতিনাশিনী
খ্যাতি আর এ বিশ্বের কারণস্বরূপা
কভু দেবী কৃষ্ণা কভু বা ধুম্ররূপিনী
প্রণমি সতত তোমা অনির্দেশ্যরূপা।

বিদ্যারূপে অতি সৌম্যা প্রণাম তোমাকে
নমি অবিদ্যায় রৌদ্ররূপিনী যে অতি
বারবার জগতের প্রতিষ্ঠারতাকে
আর ক্রিয়াশক্তি যাকে জানাই প্রণতি।

সর্বভূত মাঝে যেই দেবী অধিষ্ঠিতা
বিষ্ণুমায়া এই নামে লোকে জানে যাকে
সেই দেবী ভগবতী তুমি হৃদিস্থিতা
প্রণাম প্রণাম করি প্রণাম তোমাকে।

1998 DURGA PUJA PROGRAM

অনুষ্ঠান সূচি

Saturday, Septemper 26, 1998		৯ই আশ্বিন ১৪০৫, শনিবার	
Puja	10 am	পূজা	বেলা দশটা
Anjali	12 noon	অঞ্জলি	বেলা বারোটা
Prosad	1 pm	প্রসাদ	বেলা একটা
Entertainment	4 pm	বিচিত্রানুষ্ঠান	বিকেল চারটে
Arati	8 pm	সন্ধ্যারতি	রাত্রি আটটা
Prosad	9 pm	প্রসাদ	রাত্রি ন'টা
Sunday, September 27, 1998		১০ই আশ্বিন ১৪০৫, রবিবার	
Puja	10 am	পূজা	বেলা দশটা
Anjali	12 noon	অঞ্জলি	বেলা বারোটা
Prosad	1 pm	প্রসাদ	বেলা একটা

SPECIAL THANKS

for Decoration, Food, Costume, Video, Brochure and other help to:

Achira Bhattacharya
Amitava Sen
Anindya De
Anjali Dutta
Arvind Padhye
Asok Basu
Bijan Prasun Das
Bula Gupta
Chaitali Basu
Harsha Mukherjee
Ian Watt
Ira Mukherjee
Jayanta Mahalanobis
Jayanti Lahiri
Kalpana Das
Kalpana Ghosh
Kanti Das
Kiriti Gupta
Krishna Sen Gupta
Lali Watt
Mamata Basu
Mamata Ghorai
Maya Mukherji
Meera Ghosal
Molly De
Nandalal Mukherjee
Nita Shrivastava
Pranab Lahiri
Priya Kumar Das
Reema Saha
Rekha Mitra
Robi Basu
Rupa Gupta
Rupak Das
Samar Mitra
Shyamoli Das
Sibani Chakravorty
Somnath Datta
Suhas Sen Gupta
Sushanta Saha
Susmita Mahalanobis
Sutapa Das
Suzanne Sen
Swapan Bhattacharya
Sweta Bhaumik

Pujari

4515 Holliston Road
Doraville, Georgia 30360
tel: (770) 451-8587

Contents

Samar Mitra	কালস্রোত	4
Rekha Mitra	ভালবাসা	8
Meera Ghosal	আজি প্রাতে সূর্য্য ওঠা	9
Geetashree Goswami	অভিজ্ঞতায় আটলান্টা	10
Susmita Mahalanabis	দেখে এলাম	11
"	রেইটেড্ আর	12
Chandrabinod Das	পদ্মা ১৯৪৮	15
Samar Mitra	অর্জুনের দুর্গাস্তব ও বরলাভ	16
Meera Ghosal	সদা থাকো মোরে ঘিরে	16
Pranab Kumar Lahiri	দিল্লীতে মধুচন্দ্রিমা	17
"	পথিক	18
"	Wayfarer	18
Yasho Lahiri	Love is in the Details	19
"	Analysis and Alchemy	19
M.H. Akmal	কবিতার বর্ণিল ভুবনে	20
Rajarshi Gupta	Untitled	20
Sabyasachi Gupta	Glimpses of the 18th North American Bengali Conference	21
Monalisa Ghosh	The Mockingbird's Song	22
Kanai Ghosh	Mother Teresa	23
Priyanka Mahalanabis	Drawing	25
Sandi Mitra	Drawing	26
	Pujari Statement of Accounts	26
Rahul Basu	Drawing	27
Mohua Basu	Drawing	28
	Entertainment Program	29
Hillol Roy	বিস্মৃতি	30
	Directory of Members	

কালস্রোত

সমর মিত্র

গত ডিসেম্বরে কলকাতা থেকে আটলান্টা ফেরার পথে নানারকম কথা মনে আসছিল। কতবারই তো এই পথে যাতায়াত করেছি কিন্তু প্লেনে উঠে এইবারে প্রথম মনে হল কলকাতা ছেড়ে যাচ্ছি। এর আগে যতোবার ওখান থেকে ফিরে এসেছি মনে হয়েছে দেশ ছেড়ে যাচ্ছি। অটোয়া থেকে ফিরে আসার সময় যেমন অটোয়া ছেড়ে যাচ্ছি মনে হয় অনেকটা সেইরকম আর কি।

জীবনের বেশি অর্ধেক কাটিয়ে দিয়েছি এই সুদূর প্রবাসে। সেই হিসেবে আর তা ছাড়া কয়েক বছর আগে আনুষ্ঠানিকভাবে নাগরিক হয়েছি বলে এখন আমেরিকা আমার দেশ। তা হলেও দেশ বলতে গেলে এখনও বর্তমানে যা বাংলাদেশ বলে পরিচিত তার একটা ছোট্ট গ্রামের কথা কিছুদিন আগেও প্রথমেই মনে আসত। সেই দেশকে হারাতে হয়েছে পঞ্চাশ বছর আগে। তখন থেকে কলকাতাকে দেশ বলে মনে করতে অভ্যস্ত হয়েছি, সেই অভ্যেস এখনও কি ছাড়তে পেরেছি! প্রবাস জীবনে বারবার সেই দেশে ছুটে ছুটে গেছি, সে দেশের মায়ার বাঁধন এখনো কি পুরোপুরি কাটাতে পেরেছি!

তবে কেটে আসছে সেটা স্বীকার করতেই হবে। তাইতো গত দুবারের কলকাতা যাবার ব্যবধান দেড় দুবছরের জায়গায় পাঁচ বছর হয়ে গেল। এর আগে দূরে থেকেও মানসিক দিক দিয়ে কাছে থাকার জন্যে কালস্রোতের সঙ্গে যে সব পরিবর্তন নজরে পড়েও পড়ত না তার কিছু কিছু এযাত্রায় ধরা পড়ে গেল। আমি যেন এবারে দর্শক বা সাক্ষী, বাইরে থেকে যা দেখার দেখে যাচ্ছি, যা ঘটছে তাতে আমি অংশগ্রহন করছি না।

এখানে ফিরে এসেও সেই সব ভাবনা প্রায়ই মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। বেদনায় মনটা যে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠেনা তা নয়। তখন ভাবি যে এই অভিজ্ঞতা শুধু একালের নয়, বলা যায় চিরকালের। সব মানুষ কোনকালেই আজীবন এক জায়গায় বাঁধা থাকেনি। প্রবাসজীবনের দুঃখের স্বীকৃতি রয়েছে মহাভারতে, বকরূপী ধর্মরাজের প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির বলেছিলেন অপ্রবাসী ও অঋণী ব্যক্তি যদি দিনের শেষে শুধুমাত্র শাকান্ন খেয়েও জীবনধারন করতে পারেন তাহলেও তিনি সুখী। দীর্ঘ বনবাসের দুঃখ তীব্রভাবে বোধ করছিলেন তিনি।

তা বলে প্রবাস জীবনের অভিজ্ঞতাও মূল্যহীন নয়। মুনিঋষিরা সেটা বেশ বুঝতে পেরেছিলেন এবং তার স্বীকৃতি দিয়েছিলেন অতি সংক্ষেপে ছোট্ট একটি কথা বলে। সেটি হল **চরৈবেতি** যার সন্ধিবিভাগ করলে দাঁড়ায় **চর** এব **ইতি** অর্থাৎ চরে বেড়াও। স্থানান্তরে কত কিছু দেখার আছে, জানার আছে, শেখারও আছে। চরে বেড়ানো স্বভাব কিন্তু অনেকেরই মজ্জাগত, সুবিধে পেলেই বেড়াতে বেরোয় মানুষ কিন্তু সে চরা সাময়িক। ঘোরাফেরা সবই করছে কিন্তু খুঁটি বাঁধা আছে। সখ করে বেড়াতে বেরিয়ে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে ঘরের মানুষ ঘরে ফিরে আসে। ছুটি নিয়ে হৈহৈ করে অবিশ্রাম ঘোরাঘুরি, খাওয়াদাওয়া বিশ্রাম ঘুমের বিভ্রাট, এতেই নাকি আনন্দ। এইভাবে মানুষ আনন্দ করতে শিখেছে, কিন্তু তাতে দেহের সমর্থন কতখানি তা লোকসমাজে বলার উপায় নেই। তাই ফিরে এসেও বলতে হয় যে খুব আনন্দ করা গেছে কিন্তু সেই সঙ্গেই মনে যে ভাবনা আসছে সেটি হল দেয়ার ইজ্ নো প্লেস্ লাইক্ হোম্।

মুনিঋষিদের ব্যাপার অবশ্য আলাদা। সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত হবার সাধনা তাঁদের। খুঁটি নেই কোথাও। কোন জনপদে তিন রাত্তির থাকবেন না। গেরস্তর বাড়ী গেলে গরু দোয়াতে যেটুকু সময় লাগবে তার বেশি থাকবেন না। পার্থিব সম্পর্কও নেই কারো সঙ্গে। যিনি গর্ভধারিনী তিনি জননী নন, মাতা হলেন পতিতপাবনী জাহ্নবী দেবী। যিনি জন্মদাতা তিনি পিতা নন, পিতা হলেন দেবাদিদেব মহেশ্বর। বাছাবাছির বালাই নেই বলে বিশেষ কোন বন্ধুও নেই তাঁদের, মানুষ মাত্রকেই বান্ধবের স্বীকৃতি দেন তাঁরা। নির্দিষ্ট পরিধিবিশিষ্ট দেশ বলে তাঁদের কিছু নেই, স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্ অর্থাৎ এই ত্রিভুবনকেই তাঁরা স্বদেশ বলে মনে করেন। দেহান্তে স্বর্গ কি পাতাল কি এই পৃথিবী কোথায় আবার ঘুরপাক খেতে হবে কে জানে তাই আগে থেকে সবগুলোকেই স্বদেশ বলে ভেবে রাখা যুক্তিযুক্ত এই আর কি।

সেদিন রাত্তিরে মেঘের গর্জন শুনতে শুনতে এই সব ভাবনা আবার চেপে বসেছিল। কদিন আগে এই শহরের ওপর দিয়ে টর্নেডোর ধ্বংসলীলা প্রত্যক্ষ করে এসেছি। আবারও দুর্যোগ ঘনিয়ে আসছে বলে শোনা যাচ্ছে। এমন সময় ফোনটা বেজে উঠল। সাড়া দিতেই অতুলের গলা। হড়হড় করে বলে উঠল, দাদা একটা কাজে তিনমাসের জন্যে জেনিভা গিয়েছিলাম, ওখান থেকে আপনাদের টর্নেডোর খবর পেয়ে খুব চিন্তা করছিলাম, কাল অনেক রাত্তিরে স্যানডিয়েগো

ফিরে এসেছি, আপনাদের কোন ক্ষতি হয়নি তো ? ওকে আশ্বস্ত করার পর আরো অনেক কথা বলল তার মধ্যে একটা দুঃখের কথা মনে হল ওর গলার স্বর শুনে। দাদা, আজ সাত বছর ঘুরে গেল, নানা কাজে আটকা পড়ে দেশে যেতে পারিনি, আপনারা তো গিয়েছিলেন দেশে, ফিরলেন কবে ?

বলতে পারতাম, দেশে তো যাইনি, গিয়েছিলাম বিদেশে, পরদেশেও বলতে পার, সেখান থেকে দেশে ফিরে এসেছি। কিন্তু সেকথা না বলে বললাম, সেও তো মাস তিনেকের ওপর হয়ে গেল। অতুল বলল, কলকাতায় যাবার যা অসুবিধে এদেশ থেকে, এখানকার সবাই তো সিঙ্গাপুর বা থাই করে যায়, আপনারা কিভাবে যাতায়াত করলেন ? বললাম, আমরা এবার ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ্ করে গিয়েছি, এদিক থেকে যেতে ওটাই ভালো বলে মনে হয়, ভদ্র সময়ে পৌঁছোন যায়, ফেরার সময়টাও বেশ ভালো। আর একটা ব্যাপার দেখলাম, প্লেনটা দিল্লী থামলে তিনভাগ লোক নেমে যায়, কলকাতার বাকি পথটা হাতপা ছড়িয়ে শুয়ে আসা যায় সেকালের মতো। ছেলেবেলায় বাবার সঙ্গে দেশের বাড়ী থেকে লাহোর যাতায়াতের কথা মনে হয়েছিল, পাঞ্জাব মেলের তৃতীয় শ্রেণীর সীটে বিছানা পেতে কলকাতা পর্যন্ত ঐ দুরপাল্লার রাস্তায় কোনরকম কষ্ট হয়েছিল বলে মনে পড়েনা। তখন অন্য শ্রেণীতে সাহেবসুবোরাই চড়ত বলে শুনেছি। প্রথমবার আমেরিকা আসার কথাও বেশ মনে আছে আমার। কোয়ান্টাসের প্রপেলারওলা প্লেন, এমন কিছু বড়োসড়ো নয়, তাতেও কটাই বা লোক। এয়ারহোস্টেস্ আমাকে আনাড়ি বুঝতে পেরে সীটের হাতল কিভাবে ভাঁজ করে তিনটে সীট নিয়ে শুয়ে পড়া যায় দেখিয়ে দিয়েছিল। যে কজন ছিল, সবাই শুতে পেরেছিল বলে মনে আছে।

তবে তখন পর্যন্ত যে সব খাবার অখাদ্য কুখাদ্য বলে জানতাম কলকাতার মাটি ছাড়ার সঙ্গেসঙ্গেই সেই সব গলাধঃকরন করতে হয়েছিল আর এবারে দিল্লী থেকে কলকাতার পথটুকুতে কালের আর একরকম খেলা দেখলাম। লন্ডন থেকে এয়ার হোস্টের গলায় বাংলায় ঘোষনা শুনে তেমন চমক লাগেনি, এবারে লাগল। লাঞ্চের সময় তখন, খেতে দিল ভাত, তরকারি, মাছের ঝোল, চমৎকার আচার আর রসোমালাই। আমার মিষ্টি খাওয়া বারন, একটুখানি চেখে বুঝলাম ফাঁকিজুঁকির ব্যাপার নয়, নির্ভেজাল এ জিনিষ কলকাতার বাজারে এখন পাবে না। দুঃখ হয় যে এখনকার অধিকাংশ ছেলেপিলেরা চিরকালের মত এই স্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়ে রইল। জানো বোধহয় যে তোমাদের বৌদিরও খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে আমারই মত খুঁতখুঁতুনি, কিন্তু সেও প্রমানসাইজের নিজের দুটোর সঙ্গে আমার পৌনে দুটো দিব্যি উড়িয়ে দিল। আরো কয়েকটাও সাবাড় করতে পারত কিনা সেটা আর জিজ্ঞেস করিনি। অতুল, যাকগে ওসব কথা, আলতুফালতু বলে তোমার ফোনের বিল বাড়িয়ে দিচ্ছি, এবারে রাখি ?

অতুল ঝাঁঝাঁ করে বলে উঠল, আরে না না, বলেছি তো আপনাকে সাত বছর হয়ে গেল আমি দেশে যাইনি। আমি মনে মনে আপনাদের সঙ্গে ঐ প্লেনে চলেছি, আপনাদের চোখকান দিয়ে আমিও দেখছি শুনছি, বলে যান দাদা, আর যা যা আপনার মনে পড়ছে।

তখন বললাম যে দমদম এয়ারপোর্টে এখনও সিঁড়ি দিয়ে নামতে হয়, বাসে চেপে একশো গজের মত আসতে হয় ইমিগ্রেশান কাস্টমস্ করতে। নভেম্বরের মাঝামাঝি, পাশপোর্টের লাইন যথারীতি নড়েনা, ঘামতে ঘামতে আধঘন্টারও ওপর লেগে গেল প্রথম বাধা পেরোতে। তবে মন্দের ভালো, একটা জিনিষ নতুন লাগলো। গ্রীন চ্যানেল আগে দেখেছি বলে মনে করতে পারিনা। আমাদের সঙ্গে ডিউটি দেবার মত কিছু ছিল না, চট করে বেরিয়ে এলাম, বাধা পেলাম না।

গন্তব্যস্থলে যাবার পথে গাড়ীর জানলা দিয়ে বিরাট আকারের একটা সাইনবোর্ডের বিজ্ঞাপন দেখে মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারলাম না। লেখা রয়েছে যে একমাত্র ভগবান ছাড়া বর্তমান কাউকে ভয় করেনা। এবারে যাঁদের অতিথি হয়ে গিয়েছিলাম তাঁদের কাছে জানা গেল যে বর্তমান হল একটা দৈনিক বাংলা কাগজ। এই কাগজের কর্তৃপক্ষ যে ধরনের সংবাদ পরিবেশন করেন বা সম্পাদকীয় প্রবন্ধ ছাপেন সে সবের নির্বাচনে তাঁরা রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারের তোয়াক্কা করেন না। মনে হয় যে ঈশ্বরে অবিশ্বাসী কমিউনিস্ট রাজ্য সরকারকে ঠেস দিয়ে ভগবানকে টেনে আনা হয়েছে।

আর বিশেষ কি দেখলেন দাদা, কলকাতায় মেট্রো হয়েছে, গঙ্গার ওপর দ্বিতীয় একটা পোল হয়েছে শুনেছি, বলে উঠল অতুল। বুঝলাম ও বেশ আগ্রহ নিয়েই শুনছে।

বললাম মেট্রোয় আমি চড়িনি তবে আমাদের ছোট ছেলেটা দাদা দিদিদের সঙ্গে চড়েছিল একদিন। যাতায়াতের বেশ সুবিধে হয়েছে বলে শুনলাম কিন্তু এর মধ্যে জৌলুস নাকি বেশ কমে গেছে, মাঝে মাঝে যেখানে সেখানে বন্ধও হয়ে যাচ্ছে। আর পোলের কথা যেটা বলছ সেটার ওপর দিয়ে গতবারে গিয়েছিলাম, সে তো পাঁচ বছর হতে চলল। ওটা হয়েছে ভালোই তবে পোল পেরিয়ে আর যাওয়া যায়না। সেই আদ্যিকালের সরুসরু গলি দিয়ে যাবে কোথায় ?

গায়েগায়ে সব বাড়ী, সে সব ভেঙ্গে চুরে না ফেললে রাস্তা হবে কি করে ? বাড়ীওলারা সরকারের সঙ্গে রফা করতে নারাজ, অদূর ভবিষ্যতে কিছু সুরাহা হবে বলে মনে হয়না।

তোমার মুখে পোল কথাটা শুনে চিন্তার মোড় ঘুরে গেল। সেতু বা পোলের ইংরেজী তো ব্রীজ বলে জানি। নদীর ওপরে পোলকে এখানকার মত ওখানেও ব্রীজ বলে যেমন হাওড়া ব্রীজ, বালি ব্রীজ ইত্যাদি। কিন্তু এখানে একটা রাস্তার ওপর পোল করে আর একটা রাস্তা করলে বলে ওভারব্রীজ, তাইতো ? কিন্তু যতদূর বুঝেছি ওখানে ঐ বস্তুটিকে বলে ফ্লাইওভার। ব্রীজ কথাটা সবসময় যোগ না করলেও উহ্য থাকে সেটা বুঝেছি খবরের কাগজে শব্দটার বাংলা সংস্করন দেখে যেটি আমার কাছে বেশ মজার লেগেছে। ইংরেজীতে এই প্রসঙ্গে ফ্লাই কথাটা কেন ব্যবহার করতে হল জানিনা তবে ওভার কথাটা বাদ দিয়ে ফ্লাই ব্রীজ করে চলতি বাংলায় বলা হচ্ছে উড়ানপুল। ইংরেজী বর্জন করার প্রচেষ্টা কিনা জানিনা কিন্তু অনুবাদক দক্ষতার পরিচয় দেননি, কানেও লাগে, মনেও লাগে বাংলাভাষার এই দুরবস্থা দেখে। জলের ওপরে হোক বা রাস্তার ওপরে হোক সেতু সেতুই। ইংরেজী বাদ দিয়ে তার মর্ম না বুঝে এইরকম অনুবাদ খুবই বিসদৃশ লেগেছে আমার। খবরের কাগজে ঐ শব্দটা বারবার ব্যবহার করায় ভাষার মধ্যে ঢুকে গেল কথাটা।

অনেক ইংরেজী শব্দ তো বাংলাভাষায় ঢুকে গেছে, কংগ্রেস কথাটাই ধর না কেন। দেশের নতুন একটা রাজনৈতিক দলের নাম হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস শুনেছ বোধহয়। কান্ড দেখ, কংগ্রেস কথাটা বাদ দেওয়া যাবেনা অথচ এই আমেরিকায় জনসাধারনকে বোঝানোর জন্যে গ্র্যাসরুটস্ বলে যে শব্দটা ব্যবহার করা হয় সেটার সরাসরি অনুবাদ করে তৃণমূল না করলে কি চলত না ?

কিছুকিছু ইংরেজী বর্জনের হাস্যকর প্রয়াসের দৃষ্টান্তও নজরে পড়েছে। রেলগাড়ী না বলে ট্রেনই বলে লোকে, স্টেশন কথাটাও চালু আছে কিন্তু শেষ স্টেশন যাকে এতকাল টার্মিনাস বলা হত তাকে এখন প্রান্তিক বলা হচ্ছে। তেমনি ভোট কথাটা আছে, আছে ভোটার কথাটাও, কিন্তু গোস্ট ভোটার বলা যাবেনা, বলতে হবে ভুতুড়ে ভোটার। শুনলে মনে হবে না কি যে কেউ মরে ভূত হয়ে ভোট দিতে এসেছে।

আবার এও দেখলাম যে এক্জিকিউটিভ্ ইন্জিনিয়ার হয়েছেন মুখ্য বাস্তুকার তা তিনি বাস্তু গঠনের কাজ করুন বা নাই করুন। সিনিয়র (চিফ্ ?) সেক্রেটারি হয়েছেন বরিষ্ঠ প্রবন্ধক। ডেপুটি সেক্রেটারি, এসিস্ট্যান্ট বা জয়েন্ট সেক্রেটারিরা কি নামে পরিচিত হয়েছেন সে খবরটা নেবার সুযোগ হয়নি এ যাত্রায়। সোসিও ইকনমিকেরও দেখলাম আর্থসামাজিক করে বাংলা প্রতিশব্দ করা হয়েছে। ট্রাফিক জ্যাম্ না বলে যানজট্ বলা হচ্ছে দেখলাম। তারামন্ডল বলে একটা কথাও নজরে পড়েছিল তবে তার প্রয়োগ দেখে গ্রহতারা সমন্বিত আকাশ বলে মনে হল না। স্থানীয় একজনকে প্রশ্ন করে জানা গেল ওটি নাকি প্ল্যানেটোরিয়ামের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

ইংরেজীর প্রতিশব্দ নয় তবে অঙ্গনওয়ারি আর রাজ্যওয়াড়ি এই দুটো বিদ্ঘুটে আনকোরা নতুন শব্দের অর্থও না ধরতে পেরে জিজ্ঞেস করতে হয়েছিল। জানা গেল যে যাদের অঙ্গনে অঙ্গনে বা উঠোনে উঠোনে ঘুরে জীবিকা অর্জন করতে হয় যেমন পরিবার নিয়ন্ত্রন বা এড্স্ রোগের প্রকোপ থেকে মুক্ত থাকার বিষয়ে বাড়ী বয়ে শিক্ষা ও উপদেশ দেওয়া যে সব ব্যক্তির কাজ তারা নাকি অঙ্গনওয়ারি বলে পরিচিত। আর রাজ্য অনুযায়ী না বলে কেন যে রাজ্যওয়াড়ি বলতে হচ্ছে সেটা আমার মাথায় ঢোকেনি। এই সব প্রতিশব্দ ব্যবহারের ফলে বাংলাভাষার সৌষ্ঠবহানি হয়েছে বলে মনে হয় আমার। নতুন নতুন শব্দ সৃষ্টির প্রয়োজন অনস্বীকার্য্য তবে সেই সৃষ্টির দায়িত্ব যাদের পরে ন্যস্ত তাদের যোগ্যতার বহর এই সব উদাহরন দেখেই বোঝা যায়।

আবার এই সবের মধ্যে, জোর করে, অবশ্য সেটা আমার মতে, বাংলাভাষার মধ্যে একটি বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ ঢোকানো হয়েছে দেখলাম। সেটি হল মৃত্যুর বর্ননা দিতে গিয়ে। আগে আমরা এই বর্ননা নানাভাবে দিতে দেখেছি। চলতি কথায় তিনি মারা গেছেন বলা হত, খবরের কাগজের ভাষায় এটাই এখনো যথেষ্ট বলে মনে হয় আমার। অবশ্য বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তিনি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেছেন, দেহ রেখেছেন বা রক্ষা করেছেন, ইহলোক পরিত্যাগ করেছেন ইত্যাদিও বলা হত এবং এখনো ঐভাবে বলতে বাধা কোথায় কে জানে ? তবে কারন কিছু থাকুক বা না থাকুক এখন দেখলাম লেখা হচ্ছে তিনি প্রয়াত। কবে থেকে এই সব নতুন নতুন শব্দ চালু হয়েছে আর এসব কার বা কাদের মস্তিস্কপ্রসূত এ সব জানার ইচ্ছে থাকলেও জেনে আসতে পারিনি। তবে সত্যি কথা বলতে গেলে বাংলা ভাষায় এই সব নতুন নতুন শব্দযোজনা আমার কাছে গঠনমূলক তো নয়ই বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে হাস্যকর বলেই মনে হয়েছে। তবে এরই মধ্যে আশাপ্রদ একটা জিনিষও নজরে পড়েছে আর তা হল যে সংস্কৃত ভাষাকে যে কিছুদিন ধরে উপেক্ষা করা হচ্ছিল এখন আর ততোটা করা হচ্ছেনা।

একাই এতক্ষণ কথা বলে যাচ্ছি খেয়াল হতে বললাম, অতুল ঘুমিয়ে পড়লে নাকি, তোমার দিক থেকে তো সাড়াশব্দ নেই কোন। অতুল বলল, না দাদা খুব মন দিয়ে শুনছি আর শুনতে শুনতে অনেকদিন আগের শোনা নেকটাইয়ের হিন্দী অনুবাদ, কন্ঠ্ কে লেঙ্গোটি, ও ঐরকম আরো কয়েকটার কথা মনে পড়ে গেল। তা আর কি কি দেখে এলেন এযাত্রায় ?

বললাম, সে সব মহাভারত না হলেও তার কাছাকাছি। তুমি তো শীগ্‌গীরই যাবার কথা ভাবছ, গিয়ে চোখ কান খোলা রেখে নিজেই দেখে শুনে এসো যতখানি পারো। দেখ দিকি এতক্ষণ কথা বললাম, তোমাদের কুশলসংবাদই নেওয়া হয়নি। নতিকা কেমন আছে, ওকি এখন পুরোসময় কাজ সুরু করে দিয়েছে ? বাচ্চাটা তো আর বাচ্চা নেই এখন, কোন ক্লাশ হল যেন ? অনেকদিন তো দেখিনি তোমাদের। এদিকে আসার সুযোগ হবে কবে ? এমনি দুচারটে কথার পরে ফোন নামিয়ে রেখেছিলাম সেদিন।

বেশ কয়েকটা দিন কেটে গেছে তার পরে। ইতিমধ্যে ভারতবর্ষ ভূগর্ভে পরমাণবিক বিস্ফোরণ ও প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সারা পৃথিবীতে আলোড়ন ঘটিয়েছে। সেই সঙ্গে আমার নিজেরও একটা পরীক্ষা হয়ে গেল। প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন ও আরো কয়েকটি তথাকথিত সমৃদ্ধ দেশের নেতারা ভারতবর্ষের এই বিস্ফোরণ ঘটানো একটা গুরুতর অপরাধ এবং আমেরিকার আইন অনুযায়ী এই অপরাধে অপরাধীর যা প্রাপ্য শাস্তি তার ঘোষণা করে এই দেশের অধিকাংশ বাসিন্দাদের মতই ব্যক্ত করেছেন সন্দেহ নেই। কিন্তু আত্মানুসন্ধান করে মনে হল যে এ দেশের নাগরিক হলেও আমি তাদের একজন নই। ক্লিনটনের এই ঘোষণা শক্তি আর ধনগর্বে গর্বিত ব্যক্তির ঔদ্ধত্যের প্রকাশ বলেই মনে হল আমার। দরিদ্র ভিখারীর অধিকার কি ও কতটুকু তা এঁরা নির্দিষ্ট করে দেবেন, তার অন্যথা করা চলবে না। স্বাধীন হলেও দরিদ্র দেশের ভবিষ্যৎ নীতি নির্দ্ধারণ এঁদের অনুমতিসাপেক্ষ হতে হবে। দুর্বল দেশ কখনো শক্তি সঞ্চয় করতে পারবে না এইরকম প্রতিশ্রুতিপত্রে তাকে স্বাক্ষরও করতে হবে।

কিন্তু এর আগে অনুরূপ বিস্ফোরণ ঘটিয়ে চীনকে কোন কথা শুনতে হয়নি। তারও আগে বাহুবলে চীনের তিব্বত দখল করার সময়ও এই সব দেশের নেতারা কোন কথা বলেননি। কিন্তু সিরিয়ার কুয়েৎ দখল করার চেষ্টায় এঁরা বাদ সাধলেন। আবার মাদক দ্রব্যের গোপন কারবার করে আমেরিকার বাসিন্দাদের ক্ষতি করা হচ্ছে এই অভিযোগে অন্য একটা স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে সৈন্য পাঠিয়ে তারই দেশ থেকে জোর করে ধরে এনে এই দেশের আইন অনুযায়ী বিচার করে কারাদন্ড দেওয়া হল, কেউ কোন প্রতিবাদ করল না। তবে এ ঠিক ধূমপানের ফলে যে স্বাস্থ্যের হানি ও ফুসফুসের রোগে মানুষ ভুগছে, আর সেই সঙ্গে অল্পবয়সী ছেলে মেয়েদের বিজ্ঞাপনের কৌশলে ধূমপানে আসক্ত করার অভিযোগে এদেশের সিগারেট কোম্পানীদের বিপুল জরিমানা দিতে বাধ্য করা হচ্ছে তা হয়তো অনেকেই সমর্থন করতে পারবেন। কিন্তু সেই সব কোম্পানীদের অন্যান্য দেশের সঙ্গে যথারীতি ব্যবসায়ের অনুমতি কোন যুক্তিতে প্রত্যাহার করা যায়না তা নিয়ে কোন আলোচনা নজরে পড়েনি। আবার তামাকের চাষ করে যারা জীবিকা উপার্জন করে আসছে তাদের চাষ না করতে বাধ্যও করা হচ্ছেনা। সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন একটা প্রহসনের পর্যায়ে দাঁড়িয়ে গেছে।

এই সব ভাবতে ভাবতে মনে হল যে কোন একটা বিষয়ে পাঁচজন সব সময় একমত হবে এমন তো হয়না তা সে পাঁচজন একদেশের নাগরিক হোক বা না হোক। সেদিন টেলিভিশানে ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রদূত মইনিহানকে বলতে শুনলাম যে চীন সরকার নিজেদের আণবিক পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষ করে তবেই না ভবিষ্যতে আর বিস্ফোরণ না করার চুক্তিপত্রে সই করেছিল। ভারতবর্ষও তো এখন তাই করতে চাইছে, তাকে সে সুযোগ দিতে বাধা কোথায়। মনের অস্বস্তি সেদিন দূর হয়েছিল ~~ঐ কথা শোনার পর। সেই সঙ্গে~~ এও মনে হল যে কালের স্রোত অবিরাম অপ্রতিহত গতিতে বয়ে যাবে, সেই সঙ্গে সমস্যার রূপান্তর ঘটতে থাকবে, কোন সমস্যার হয়তো মোটামুটিভাবে গ্রহনযোগ্য সমাধান হবে, কোন সমস্যার হবেনা বা কালে তা উপেক্ষিত হবে। জাগতিক দিক দিয়ে দেখতে গেলে একজনের সুবিধে আর একজনের অসুবিধের কারন হবেই তাই একসঙ্গে সবাইকে খুশী করা যাবেনা। তেমনি আজ যা ভালো কাল হয়তো তাকে আর ভালো বোধ হবেনা আবার আজ যা মন্দ কাল তাকেই হয়তো ভালো মনে হবে। আবহমানকাল থেকে এইভাবে চলে আসছে, এইভাবে এখনও চলছে এবং ভবিষ্যতেও চলবে সন্দেহ নেই।

এই সত্যকে অস্বীকার করার চেষ্টা বাতুলতামাত্র। তবে সত্যের দুটি রূপ। একটি নিত্য, অনাদি, কালাতীত ও অপরিবর্তনীয়। অপরটিও অনাদি কিন্তু পরিবর্তনীয় এবং প্রবাহরূপে নিত্য। প্রথমটি অমূর্ত এবং বাক্য ও মনের অতীত। অপরটি মূর্ত ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং আমাদের এই জগৎ হল তার মূর্তি, তার লীলাক্ষেত্র। চন্ডীতে মেধাঋষি মহামায়ার এই দুটি রূপের বর্ণনা করেছেন। তা বলে কিন্তু এই দুটি রূপ সম্পূর্ণভাবে আলাদা হয়ে নেই, প্রথমটি দ্বিতীয়টির মধ্যে ওতপ্রোত হয়ে আছে এবং তাকে অতিক্রম করেও আছে। চৈতন্যস্বরূপ জীবাত্মা আর তার অধিষ্ঠান এই জড়দেহও ক্ষুদ্র সংস্করন হিসেবে সেই তারই দুটি রূপ। এই হল পরমতত্ত্ব, এবং তার উপলব্ধিকে জাগ্রত করাই হল সাধনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আর শরণাগতির মাধ্যমে সেই সাধনার সাফল্যই হল জীবনের চরম লক্ষ্য।

ভালোবাসা

রেখা মিত্র

মানুষ জন্মের সঙ্গে সঙ্গে কতভাবে কত লোকের কাছে আত্মীয়তা, ভালোবাসার বাঁধনে বাঁধা পড়ে। আমার ঠাকুমা, ঠাকুর্দা, দাদু, দিদিমারা কেউ কেউ আমার জন্মের আগে, আর কেউ কেউ আমার বোঝার বয়েস হবার আগেই গত হয়েছেন তাই তাদের ভালোবাসার স্বাদ পাইনি। মাবাবার ভালোবাসা নিঃস্বার্থ ভালোবাসা, তাঁরা গত হবার আগে পর্যন্ত সে ভালোবাসা পেয়েছি, দূর বিদেশে বসে আরো বেশি করেই যেন সে ভালোবাসার স্বাদ পেয়েছি সেই সঙ্গে কাছে না থাকার দুঃখও বোধ করেছি।

এখন মাঝ বয়েস পেরিয়ে এসে নতুন করে যে ভালোবাসার ফাঁদে পড়েছি তার স্বাদ একেবারেই আলাদা। একজন যে এভাবে মন কেড়ে নিতে পারে তা আগে কখনো মনে হয়নি। এখন দুদিন দেখা না হলে মন কাঁদে, দেখা দিয়ে চলে গেলে মন কেমন করে। তাই সুযোগ পেলেই দেখা করতে যাই। আর সে আসবে শুনলে তাড়াতাড়ি ঘরদোর গুছিয়ে পরিস্কার করতে ছুটি, সারা বাড়ী ভ্যাকুম করি, রান্নাঘর বারান্দা জল সাবান দিয়ে ধুয়ে পরিস্কার করি যাতে কোথাও কুটোটি না পড়ে থাকে। কারন কিছু পড়ে থাকলে সেটাই তার নজর কাড়বে।

এলে সব সময় তার কাছে থাকি। কখন কি দরকার, কোথায় বসবে, কোথায় দাঁড়াবে, কি করবে, তাই সব সময় পাশেপাশে থাকি। তার সঙ্গে গল্প করি, তাকে গান আর কবিতা শোনাই। তার মুখের হাসি দেখার জন্যে যা নয় তাই করি। তাকে নিজের হাতে খাওয়াই, জামাকাপড় পরাই। ঘুমোলেও তার পাশে থাকি - মাথার বালিশ ঠিক আছে তো, গায়ের ঢাকা সরে যায়নি তো, ভালো ঘুম হচ্ছে তো ? এই সব করতে গিয়ে নিজের ঘুম হয় না, তাতে দুঃখ নেই, তার কষ্ট না হলেই হল। ঘুম থেকে উঠে চোখমুখ ধুয়ে যাতে খাবার তৈরি থাকে তার ব্যবস্থা করে রাখি, কি মুখে রুচবে তাও আগে থেকে ভেবে ঠিক করে রাখি। রাতে ঘুম নেই, সারাদিন সঙ্গে সঙ্গে হুজুরে হাজির থেকে নিজের যা চেহারা হয়। অন্যেরা দেখে প্রশ্ন করে এই অবস্থা কেন ? বলি, কাল যে আমার কাছে ভালোবাসার লোক ছিল তাই। আমার অবস্থা বুঝে তারা মুচ্‌কি হাসে।

মাবাবার ভালোবাসা একরকম। কাকিমা, জেঠিমা, কাকাজ্যাঠার আর একরকম। ভাইবোনের মধ্যে ভালোবাসা ছাড়া যেন একটা রেষারেষির ভাবও থাকে। মাবাবা কাকে বেশি ভালোবাসে তা নিয়ে আলোচনা হয়। দাদাদিদি কে কোন ছোট ভাইবোনকে বেশি ভালোবাসে তা নিয়ে ঝগড়াও লাগে। আবার বন্ধুবান্ধবদের ভালোবাসার আর এক রূপ। কোন গোলমাল থাকলে তারা পাশে দাঁড়িয়ে বুদ্ধি বল দেয়। কিন্তু একজনের সঙ্গে বেশি মাখামাখি হলে অন্যদের মুখ ভারি। একজনের বুদ্ধি নিয়ে পার হতে পারলে ভালো, না পারলে শুনতে হয় যেমন ওর কথা শুনে কাজ করলি, গরীবের কথা বাসি হলে মিষ্টি হয়, এখন বোঝ্। প্রেমে পড়ার চেহারা আবার অন্যরকম। বাস্তবের সঙ্গে যোগ নেই, কল্পনায় ভেসে বেড়ানো, শুধু চোখের দেখা, কাছাকাছি বসে থাকা - ভাবখানা হল ' বাঁধো ঝুলনা, তমালবনে এসো দুলি দুজনে, ওগো সাথী মধুরাতি এল আহা, নাহি তুলনা ', যেন আর কেউ নেই আর নেই কোন ভাবনা।

এর পরে বিয়ে করে সম্পূর্ণ অজানা একজনকে মন্ত্র পড়ে অগ্নি সাক্ষী রেখে আপন করে নেওয়া। দেওয়ানেওয়া, বন্ধুত্ব, নির্ভয়ে একজনের ওপর ভরসা করা, দুজনে মিলে সুখদুঃখ আনন্দ ভাগ করে নেওয়া, একজনের আর একজনকে বল ভরসা সাহস দেওয়া, সে আর একরকমের ভালোবাসা। তারপরে ছেলেমেয়েদের নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসা সে আর একরকম। আবার তাদের কাছ থেকে যে ভালোবাসা পাওয়া যায় সে অন্য আর একরকম কারন তার মধ্যে যেন একটা চাহিদা থাকে - আরো দাও, আরো দাও।

কিন্তু মাঝ বয়েস পেরিয়ে এসে এই যে ভালোবাসা পাওয়া তার তুলনা নেই। এই ভালোবাসার জন্যে এতদিন অপেক্ষা করে আছি। যারা আগে পেয়েছে তারা বলে, ' বলেছিলাম না আসলের চেয়ে সুদ মিষ্টি '। আবার যারা পাবার জন্যে তৈরি হচ্ছে তারা ভাবে কবে পাবো, আরো কত দেরি। যাদের পেতে অনেক দেরি তারা ভাবে এ আবার কি আদিখ্যেতা।

এই সুদ হয়ে দেখা দেওয়া নাতি বা নাতনির পরে যে ভালোবাসা তার রূপ একেবারে অন্যরকম। তার মুখের হাসি, দুলেদুলে হাঁটা, হামা দিয়ে চলে যাওয়া দেখে মন ভরে যায়। জলভরা চোখে কাছে এসে কোলে নেবার জন্যে দুহাত বাড়িয়ে দেওয়া, আর কোলে তুলে নিলে তার একগাল নির্ভেজাল হাসি দেখে যে তৃপ্তি তা আমার কাছে বিধাতার শ্রেষ্ঠতম দান বলে মনে হয়েছে।

আজি প্রাতে সূর্য্য ওঠা

মীরা ঘোষাল

পাখীর কলস্বরে নির্মলার ঘুম ভাঙ্গল। প্রথমটা বুঝতে পারল না কোথায় রয়েছে। তারপর মনে পড়ল সে আমেরিকা থেকে দেশে বেড়াতে এসেছে। নানাজায়গায় যাবার ইচ্ছে, এখন কয়েকদিনের জন্যে মায়ের কাছে শান্তিনিকেতনে রয়েছে। মনেও পড়েনা কবে পাখীর ডাকে ঘুম ভেঙ্গেছে। গাড়ীর শব্দ নেই, লোকের চেঁচামেচি নেই, অদ্ভূত শান্ত পরিবেশ। নির্মলা নিবিড় করে মুহূর্তটি উপলব্ধি করার চেষ্টা করল। নিশ্চিন্তে ঘুম ভেঙ্গে এমন সুন্দর সকাল উপভোগ করতে পারা তো বিদেশে বিলাসিতা, কল্পনার অতীত।

মনে মনে যখন ভাবছে এ স্বপ্ন না মায়া তখন দরজায় টুকটুক করে টোকা পড়ল। সুখস্বপ্নটা ভেঙ্গে যেতে একটু অপ্রসন্নভাবে দরজা খুলতে উঠল। কিন্তু দরজা খুলে মনটা আনন্দে ভরপুর হয়ে গেল। দেখল দরজার ওপারে তার ছোট ভাইয়ের বৌ স্বাতী চায়ের ট্রে নিয়ে দাঁড়িয়ে। নির্মলার সঙ্গে চোখাচোখি হতে মিষ্টি হাসল। ঘরে ঢুকে স্বাতী ট্রেটা টেবিলের ওপর রেখে খুব যত্ন করে চা ঢালতে সুরু করল। নির্মলা দেখল এর মধ্যে স্বাতীর চান হয়ে গেছে, একরাশ ভিজে চুল সারা পিঠে ছড়িয়ে রয়েছে।

অনেকদিন পরে ভালো লপচু চা আর নাইস্ বিস্কুট দিয়ে বেড্‌টী খেতে নির্মলার খুব ভালো লাগল। লক্ষ্য করল স্বাতী চা ঢালতে ঢালতে গুনগুন করে সুর ভাঁজছে। মেয়েটা লাজুক, কথা কম বলে, বড়ো বড়ো চোখ দুটো নীচু করে রাখে। আঙুলগুলোর গড়ন সুন্দর, সুন্দর করে কাটা নখগুলোয় হাল্কা নেলপলিশ। নির্মলাদের সময়ে অবিবাহিতা মেয়েরা নখে রং লাগালেও বাড়ীর বৌদের মধ্যে সেটা খুব প্রচলিত ছিল না। ওর হাতের বালা আর গলার হারটিও বেশ মানিয়েছে।

হঠাৎ দমকা হাওয়ার মত ভাইপো আর ভাইঝি এসে ঘরে ঢুকল। স্বাতীকে উদ্দেশ্য করে বলল, " তুমি এখানে বড়োপিসিকে লুকিয়ে রেখেছ, আমরা খুঁজে খুঁজে হয়রান "। স্বাতী জবাব দেবার আগেই ওরা বলে উঠল, " একি বড়োপিসি, এখনো বসে বসে চা খাচ্ছ, বৈতালিকে যাবে বলেছিলে যে। " নির্মলা লজ্জিত হল, সে ওদের বৈতালিকে যাবে বলেছিল। স্বাতী মৃদু ধমক দিয়ে বলল, " এখনো যথেষ্ট সময় আছে। "

আধঘন্টা পরে নির্মলা যখন কাকিমার সদ্যভাঙ্গা লালপাড় সাদা শাড়ি পরে ভাইঝির সাহায্যে ছোট চুলে খোঁপা করে তাতে ফুলের গুচ্ছ লাগিয়ে তৈরি হল তখন সবার মন্তব্য, " এই তো বেশ শান্তিনিকেতনের মেয়ে মেয়ে লাগছে। " ছোট ভাই বলল, " মেয়ে মেয়ে আর কি করে লাগবে, বরং প্রবীনা প্রবীনা বলা যেতে পারে। " কাকু আর কাকিমা ছোটভাইকে ধমক দিলেন, " তোর সবতাতে ফাজলামি।" ভাইঝি আর স্বাতী সমস্বরে বলে উঠল, " কি সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে, মনেই হয়না এত বয়স। " নির্মলা লজ্জিত হয়ে বলল, " তোরা আর আদিখ্যেতা করিস না। " নির্মলার ইচ্ছে ছিল ছাত্রীজীবনের মত খালি পায়ে হাঁটে। চেষ্টা করতে মনে হল যেন পেরেকের ওপর দিয়ে হাঁটছে।

সুন্দর সকাল, মিষ্টি হাওয়া, কোন অজানা ফুলের গন্ধে বাতাস ভরে গিয়েছে কি যে ভালো লাগছে নির্মলার। ও একটু পিছিয়ে পড়েছে পায় হাঁটার তো অভেস্য নেই তেমন। তার ওপর হাইহীল জুতো, ওর উচিত ছিল শাড়ির মত একটা চটিও ধার করা।

পৌঁছতে একটু দেরি হয়ে গেল। মন্ত্রপাঠ সুরু হয়ে গেছে। সুরেলা সুরে সমস্বরে বেদমন্ত্রপাঠ নির্মলাকে যেন সেই অতীতে নিয়ে গেল। তখন এসব মন্ত্রের কোন মানেই সে বুঝত না, পড়াপাখীর মত বলে যেত। তবু চিরকাল মন্ত্রটি তার বড়ো প্রিয়। সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি করতে গিয়ে দেখল যে কণ্ঠস্থ মন্ত্রটি বিস্মৃতির গভীরে বিলীন হয়ে গেছে। নির্মলা নিজের ওপর বিরক্ত হল, আমেরিকার চার্বাক মনোবৃত্তি তার আধ্যাত্মিক সত্বাটিকে ধ্বংস করে দিয়েছে।

মন্ত্রপাঠ শেষ হতেই গান শুরু হল, " এদিন আজি কোন ঘরে গো খুলে গেল দ্বার, আজি প্রাতে সূর্য্য ওঠা সফল হল কার ...। " নির্মলা গানে নিমগ্ন হয়ে নিজের মনের গভীর গোপনে আত্মসমর্পন করল। মনে মনে ভাবল হয়তো অনেকের ঘরের দ্বারই খুলে গেছে, অনেকের জীবনে সূর্য্য ওঠাও সফল হয়েছে। কিন্তু নিত্য নৈমিত্তিক কাজের চাপে কজনই বা তা উপলব্ধি করছে। গানটির সুর ও কথা নির্মলার অন্তরে গুমরে গুমরে বাজছে। সে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করল, " আজি প্রাতে সূর্য্য ওঠা " তার কাছে একটা বিশেষ অর্থ বহন করে এনেছে। তার আজকের দিনটি সার্থক।

অভিজ্ঞতায় আটলান্টা

গীতশ্রী গোস্বামী
কলকাতা

আমেরিকার সাথে চার মাসের পরিচয়। প্রথম যেদিন এখানে পা রেখেছিলাম কৌতূহলের সঙ্গে বহু ভাবনাও জড়িয়েছিল। বড় বেশি দীর্ঘ মনে হবেনা তো এই সময়সীমা। ভয় ধরিয়ে দেবার লোকের তো অভাব হয়নি, ' জমে যাবে ঐ ঠাণ্ডায়, ভীষণ একা লাগবে, বন্দী মনে হবে নিজেকে ' ইত্যাদি ইত্যাদি। সব আশঙ্কা তুড়ি মেরে ভালোই তো কাটিয়ে গেলাম ক'টা মাস। বাস্তবিকপক্ষে এত আনন্দ জীবনে কোনদিন একসাথে পেয়েছি বলে মনে হয় না। একটি দিনের জন্যেও মনে হয়নি পরবাসে রয়েছি। মেয়ে, জামাই, নাতি এদের সঙ্গসুখ তো পেয়েছি, পাবোই। কিন্তু অতিরিক্ত যা পেয়েছি যা বহুলোকের অদৃষ্টে জোটে কিনা জানিনা তা হল এখানকার প্রতিটি পরিচিতজনের আন্তরিক ভালোবাসা। এমন কেউ নেই যার উষ্ণ আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়নি এ হৃদয়। সব থেকে অবাক করেছে এদের স্বাজাত্যবোধ। সাজপোষাক, খাওয়াদাওয়া, কথাবার্তায় সর্বক্ষণ নিজস্ব সংস্কৃতির ছোঁয়া। অনেক বাড়ীতেই নিত্য পূজাপাঠ, লক্ষ্মীর ব্রত যা কিনা দেশেও সব সময় চোখে পড়েনা। এদেশের বাঙালী মেয়েদের সত্যিই তুলনা হয়না। অনেকের হাতে তৈরি মিষ্টি দেশের হালুইকরদেরও পেছনে ফেলে দিতে পারে। এরই সাথে সমানতালে তাল মিলিয়ে চলেছে বঙ্গসংস্কৃতির সবকটি ধারা। গল্প, কবিতা প্রবন্ধে সমৃদ্ধ হচ্ছে প্রতিবারের শারদীয় পত্রিকা। বিভিন্ন উৎসবকে কেন্দ্র করে বিচিত্রানুষ্ঠানগুলো পরস্পরকে আরো কাছে টেনে আনে নিশ্চয়। সবকিছুর সঙ্ঘবদ্ধরূপ দিতে অবশ্যই কাজ করে কিছু মনিস্ঠ চিন্তাভাবনা। প্রতিভাকে খুঁজে নিয়ে তাকে মঞ্চস্থ করা খুবই দুরূহ ব্যাপার। সেই দুরূহ পরিচালন ক্ষমতার অধিকারীও রয়েছেন কেউ কেউ। প্রকৃতপক্ষে বঙ্গসংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন এঁরাই। এঁদেরই একজন আমাকে এদেশের অভিজ্ঞতা লিখে জানাতে বলে ধন্য করেছেন।

মায়ের কাছে মাসীর গল্প কি আর করব। তবু এই সামান্য সময়ে যে দিকগুলো আমায় টেনেছে তার ভেতর অন্যতম প্রধান এখানকার সড়কপথ ও যাতায়াত ব্যবস্থা। হাইওয়ে দিয়ে ছুটে চলেছে ছোট বড় অসংখ্য যান প্রচণ্ড গতিতে তবু নেই এতটুকু শব্দের তাণ্ডব অথবা শ্বাসরোধকারী ধোঁয়া। ডালপালার মত ছড়িয়ে রয়েছে প্রশস্ত এই পথগুলো শহর থেকে গ্রামে, পাহাড় থেকে সাগরে। হাইওয়েগুলো ধরে কত সহজে চলে যাওয়া যায় বিশাল মহাদেশের যে কোন প্রান্তে। খানিক দূরেদূরে পথনির্দেশিকায় হোটেল, মোটেল, রেস্টরুম। কত সুবন্দোবস্ত এখানকার গাড়ীগুলোতে, ঘন্টার পর ঘন্টা ঘুরেও ক্লান্তি আসেনা।

দ্বিতীয়তঃ এখানকার বিপণন ব্যবস্থা। নজরকাড়া মোড়কের শ্রেণীবিন্যাস। থরেথরে সুন্দরভাবে সাজানো সামগ্রী থেকে খুঁজে নাও পছন্দের জিনিষগুলি। বোঝা বইবার ঝঞ্ঝাট নেই। বেরোবার আগে একসাথে মূল্য ধরে দেওয়া। একমাস বাদেও অপছন্দ যে কোন জিনিষ ফেরৎযোগ্য যা আমাদের দেশে কল্পনাতীত। জামা প্যান্ট ছাড়াও গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় যে কোন জিনিষ সেলে পাওয়া যায় এবং বেশ ভালো অবস্থাতেই। মেয়েদের কাছে এ এক পরম সুসংবাদ।

এর পরেই আসে এদের পারিপার্শ্বিক সৌন্দর্যসচেতনতা। এমনিতেই আটলান্টা রূপসী। সেই রূপকে এরা আরো বাড়িয়ে তোলে সবুজ ঘাসের লন ও রঙবাহারী ফুলের বেড দিয়ে। নিজের বাড়ীটিকে বাগান ও লন দিয়ে সাজাতে প্রচুর পরিশ্রম করে এরা। এখানকার মায়েরা কিন্তু শিশুদের যথেষ্ট সময় দেয়। একদিন বয়েস থেকে আলাদা ঘরে রাখলেও ভালোবাসায় ঘাটতি নেই। ছেলেবেলা থেকেই হাঁটাচলা আদবকায়দা শিখে নেয়।খুবই বাধ্য মনে হয় ওদের। টিভিতে শিশুদের উপযোগী কত শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান। খেলতে খেলতেই শিখে যায় প্রথম পাঠ। শিশুদের নিয়ে এদেশে ভাবনাচিন্তার অন্ত নেই। প্রতিটি খেলনা, জামাপ্যান্ট এমনকি বেডরুম সেট তাকিয়ে দেখার মত। ' বার্নি ' এখানকার শিশুদের এক প্রিয় চরিত্র। বার্নি ওদের অনেক কিছু শেখায়। শিশুদের রাজত্বে অনেকখানি জায়গা দখল করে নিয়েছে চীন। ওদের তৈরি জিনিষগুলো শিশুরা বেশ পছন্দ করে বলেই মনে হয়।

ঘুমোতে জানেনা আমেরিকা, দিনরাত জ্বলছে কর্মযজ্ঞের শিখা। কিভাবে সঞ্চয় করে নিতে হয় তার জ্বালানী সেটাও জানে ভালো। এদেশে আমাদের ছেলেমেয়েরাও কত পরিশ্রমী হয়েছে। ঘরে বাইরে পাল্লা দিয়ে ছুটছে বিদেশীদের সাথে। বাঙালীকে অলস অপবাদ দিতে নিশ্চয়ই দুদণ্ড ভাবতে হবে এবার। দুটিমাত্র স্যুটকেস সম্বল করে এসে কয়েক বছরের মধ্যেই মেধা ও শ্রমের জোরে এরা যেভাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে তা এক কথায় অনবদ্য। জীবনের সবটুকু স্বাচ্ছন্দ্য এদের করায়ত্ত। দেশে একটা বাড়ী কিংবা ফ্ল্যাট তৈরি করতে অধিকাংশের মাঝবয়েস পেরিয়ে যায়।

আর একটি অভিজ্ঞতার কথা বলে লেখা শেষ করব যাকে কোনদিনই মন থেকে মুছে ফেলতে পারব না। এদেশে এসে পর্যন্ত দেখছি বৃষ্টি ও ঘূর্ণীর তান্ডব। আটলান্টাতেই হয়ে গেছে বার চারেক। তারই একটির চাক্ষুষ অভিজ্ঞতায় কেঁপে উঠেছিলাম প্রচন্ডরকম।

সুন্দরভাবেই সুরু হয়েছিল সেই সন্ধ্যা শিলঝরা বৃষ্টির রিমঝিম গানে। টিভিতে যদিও চলছিল মুহূর্মুহু টর্নেডোর সংকেত। এই কাউন্টি বিপদসীমার বাইরে জেনে নিশ্চিন্ত মনেই সবাই মুভি দেখছিলাম ডিনার সেরে। সাড়ে এগারোটা নাগাদ বার দুয়েক কেঁপে উঠল টিভির পর্দা। বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি। হঠাৎই দপ্ করে নিভে গেল সারাবাড়ীর আলো। বাইরে গ্যাসের আলোয় যেটুকু দেখা যায়। কান ফাটিয়ে শাসাতে লাগল রক্তলাল আকাশ। সাথে প্রচন্ড হাওয়ার দাপট যেন এক্ষুনি উড়ে যাবে ছাদ। ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে রইলাম ব্যাকইয়ার্ড দাপিয়ে বেড়ানো মনকালো এক বিশাল দৈত্যের দিকে, দুচোখে তার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। দুচোখ ভরে দেখলাম সেই ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য্য বিপদ ভুলে। এ এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা। মিনিট ষোলেরো বীরত্ব দেখিয়ে স্তব্ধ হল সেই রনহুঙ্কার। তখনো বুঝিনি আরো কত মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা অপেক্ষা করেছিল ভোরের ভেজা ঘাসে। মুখ থুবড়ে পড়েছিল পেছনের মন পাইনের সারি। হারিয়ে গিয়েছিল সেদিন শহরের অনেক সবুজ। কত ধ্বংসের খেলা - ওপড়ানো গাছ, ভাঙ্গা বাড়ীর ছাদ, দুমড়োনো গাড়ী, সব মিলে এক যুদ্ধক্ষেত্র। তবু কপাল চাপড়ালো না কেউ। হাতে হাত কাঁধে কাঁধ - জোড়া হচ্ছে ত্রিপল, গলায় বাঁচার গান। পাশের পথেই কিন্তু ছিল না ঝড়ের নামমাত্র চিহ্ন, দাঁড়িয়েছিল অটুট অবিকল। এরই নাম টর্নেডো, একদিকেই নাফিয়ে বেড়ায় যার চোখ।

ভালো আর মন্দ মিশিয়েই জীবন। সব কিছুতেই মিশে আছে দুটি ধারা, এদেশও তার ব্যতিক্রম নয়, যদিও ভালোর দিকেই পাল্লা ভারি। অনেক শেখার আছে বর্নবৈষম্যহীন এই বিরাট দেশে। এবার ফেরার পালা। শীত পেরিয়ে নিয়ে গেলাম বসন্ত ও গ্রীষ্মের উত্তাপ। ঐ উত্তাপে ফুটবে আমার বাগানের গন্ধরাজ। বারবার ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে কলম। ভুলবোনা তোমাকে সবুজ আটলান্টা। উঁচুনীচু ঢেউ তুলে হাঁটবে আমার কবিতায়।

দেখে এলাম

সুস্মিতা মহলানবীশ

দেখে এলাম তাকে ৯৭' এর গ্রীষ্মের তাপে
ঘর্মাক্ত দেহ তার টগবগ করে জ্বলছে
নাইসন দেওয়া কালো দেহটা বৃদ্ধার মত চুপসে গেছে।
সহস্রলক্ষ মাথা ঐ বক্ষ পরে চলাচল করছে।
দেখে এলাম তাকে ৯৭' এর বর্ষার প্রারম্ভে -
ঘোলা জলভরা কর্দমাক্ত সিক্ত বসনে -
সহস্রলক্ষ মাথা ঐ বক্ষ পরে হাঁটুজল ভেঙ্গে চলাচল করে।
দেখে এলাম তাকে ৯৭' এর শরতে
সোনাভরা দিগন্তে রক্তভাল তুলে একটু মিচকে বুঝি হাসে,
বক্ষ তার বিদীর্ন হয় সহস্রলক্ষ মাথা সহ্য করতে পারেনা বলে।
দেখে এলাম তাকে ৯৭' এর হেমন্তে
সবুজ ধানের ক্ষেতে জড়োসড়ো হয়ে বসে
সহস্রলক্ষ মাথার দায়িত্বের কথা ভাবে।
দেখে এলাম তাকে ৯৭' এর শীতে
কালিমায় বক্ষস্থল গেছে তার ঢেকে
নিশ্বাসে কষ্ট, বুকে কাশি, চোখ দিয়ে অন্জন গড়িয়ে পড়ে।
দেখে এলাম তাকে ৯৭' এর বসন্তে
জয়ের মালা গাঁথবে বলে সহস্রলক্ষ মাথার দিকে তাকিয়ে
অসহায় আশা নিয়ে দিন গুনছে।

রেইটেড্ আর

সুস্মিতা মহলানবীশ

আজ শনিবার। খুব জমিয়ে আড্ডা জমেছে সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে এই উত্তর আমেরিকাতে। মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত প্রচুর শিক্ষিত বাঙালীদের সমাগম হয়েছে এদেশে। সাহিত্য সংস্কৃতি বজায় রাখার চেষ্টা করে চলেছেন তাদের কেউ কেউ। এমনি কিছু পরিবার আজ এসেছেন মিলন বসুর নিউজার্সির বাড়ীতে। অনিন্দিতা ও মিলন সাহিত্য সংস্কৃতির অতিথিদের আপ্যায়নের কোন ত্রুটি রাখেনি। সন্ধ্যে ছটা থেকে লোক সমাগম হচ্ছে, শেষ হতে হতে রাত দেড়টা দুটো হবে। প্রথমে স্ন্যাক্স্, তার সাথে ঠান্ডা বা গরম পানীয় দিয়ে আপ্যায়ন হচ্ছে। সব কিছুই যথারীতি বড়ো টেবিলে সাজানো আছে, যে যার প্রয়োজন মত তুলে নিচ্ছে এবং এখানে সেখানে দাঁড়িয়ে বা বসে আড্ডা দিচ্ছে। গল্পের মাঝে কেউ বা কিছু ছোটোখাটো জোক্স্ বা রঙ্গরসিকতা করছে। আসল খাবার দিতে দিতে আটটার মত হবে। এখনো কিছু লোক আসার বাকি আছে। এ সব আড্ডা অবশ্যই শুক্র বা শনিবার হয়ে থাকে। মাবাবার সঙ্গে ছেলেমেয়েরাও আসে। অবশ্য টীনএইজার, বিশেষ করে ১৭-১৮-১৯ বছরের কোন তরুন তরুণীকে মাবাবার সঙ্গে এই সব জায়গায় আসার আশা করা যায়না। তারা নিজেদের নিয়ে এত ব্যস্ত যে তাদের বাড়ীতে কখন কি হচ্ছে তা তাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়।

মিলন ও অনিন্দিতার ছেলেমেয়ে দুটো তাদের ঘরে বসে আরো কিছু ছেলেমেয়েদের নিয়ে টিভি দেখছে বা কম্পিউটারে বসে খেলা করছে। আমেরিকার প্রত্যেক বাঙালীদের বাড়ীতে এই একই ব্যবস্থা ছোটো ছেলেমেয়েদের জন্যে। ছেলেমেয়েরাও ঐ সবই পছন্দ করে। এমন কি তারা মাছভাত খেতে চায়না বলে গুরুজনেরা তাদের পিট্জা কিনে দেন এবং তারা তাতেই খুশী।

দেবাশুর হাঁক দিল - অনিন্দিতা, আজ কে কে গান আর আবৃত্তি করবে ঠিক হয়েছে। অনিন্দিতার হয়ে মিলনই উত্তর দিল - তা ঠিক করার কি আছে হে, প্রতিবারের মতই একজন একজন করে যে যা পারে করবে, সবই তো নিজেদের মধ্যে, তাতে কোন অসুবিধে হবেনা। অন্জন বললো - তবুও একটা লিস্ট করে নেওয়া যাক, তারপর নিজের স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললো - মহুয়া, আমার ব্যাগ থেকে কলম আর খাতাটা নিয়ে এসো তো।

মহুয়া খাতাটা অন্জনের হাতেই ধরিয়ে দিল। অন্জন তার খাতা ও কলমটা বের করে অনিন্দিতার দিকে তাকিয়ে বললো - অনিন্দিতা, আজ তোমাকে দিয়েই শুরু হোক কি বলো ? অনিন্দিতা - কেন ? নিজের বুঝি আগে আরম্ভ করার ইচ্ছে, সবার কাছে কি করে বলবে তাই এই ভনিতা, তাই না ? অন্জন - ভনিতার কি আছে, একজনকে দিয়ে তো আরম্ভ করতে হয়। হেসে আবার বললো - এত খাওয়াচ্ছো দাওয়াচ্ছো, সবাইকে তোমার বাড়ীতে স্থান দিয়েছো, তাই ভাবলাম তোমার সম্মানার্থে তোমার নামই আগে দিই। মহুয়া - দেখেছিস অনিন্দিতা, আমার বর কিন্তু একটুও নেমকহারাম নয়। সবাই মহুয়ার কথায় হেসে উঠল।

মিলন দুটো হাততালি দিল সবার হাসি থামানোর জন্যে, তারপরে বললো - আমার একটা কথা আছে, আজ আমাদের বাড়ীতে এক নতুন অতিথি আসবে, আমরা তাকেই প্রথমে গান করতে বলব। অনেকের মনেই একটা উৎসুক জিজ্ঞাসা জেগে উঠল, চারদিক থেকেই প্রশ্ন আসতে লাগল - কে তিনি, কোথা থেকে এসেছেন, কি করেন ইত্যাদি ইত্যাদি। মিলন সেই একই ভঙ্গিতে হাততালি দিয়ে বললো - তা আমি জানিনা, আমাদের অনিমেষদার পরিচিত ফ্যামিলি।

অনিমেষ গুহ ফিজিক্সের অধ্যাপক। কিন্তু ওঁর উৎসাহ ফিজিক্সের সঙ্গে সমানে তাল দিয়ে চলেছে সাহিত্য সংস্কৃতির সঙ্গে। ওঁর বয়েস ষাটের ওপর হয়ে গেছে কিন্তু কর্মতৎপরতায় উনি অনেক যুবককেও হার মানান। চারদিক থেকে আবার গুন্জন উঠল, অনিমেষদা, ওরা কে, কোথায় থাকেন, আপনার সঙ্গে আলাপ হল কি করে ইত্যাদি। অনিমেষ গুহ একটু থেমে বললেন, যে ছেলেটি আসবে তার নাম কুনাল ব্যানার্জী আর তার স্ত্রীর নাম শর্মিলা। ছেলেটির বাবাকে হয়তো তোমরা কেউকেউ চিনবে, তিনি হলেন কলকাতা ইউনিভার্সিটির ফিজিক্সের প্রোফেসর কিন্নরেশ ব্যানার্জী। কিন্নরেশের দীল যত বড়ো তার ছেলের দীল তার চেয়েও বড়ো বই ছোট নয়। কুনাল আজ তিন বছর এদেশে আছে, এল-এতে দুবছর কাটিয়ে এখানে এসেছে প্রায় বছর খানেক আগে।

মনীষ - এখানে এতদিন আছেন অথচ আপনি বা বৌদি কেউই তো ওদের কথা কখনো বলেননি বা কোথাও কোন আসরে নেমন্তন্নও করেননি। কমলা - সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব বলেই ওদের আজ এখানে বলা। অনিমেষ - অনেকদিন

ধরেই আমরা ভাবছি কোথায় এবং কখন ওদের কথা বলব। তারপর একটু থেমে বললেন, আজ যখন দেখলাম মিলন আর অনিন্দিতার বাড়ী আসা হচ্ছে তখন এদের সব কিছু বলেই ওদের এখানে আসতে বললাম। শুক্লা - অবজেকশান, অবজেকশান বলে একটু হেসে আবার বললো, অনিমেষদা, এটা আপনার পক্ষপাতিত্ব, আমদের যে কোন কারোর বাড়ীতেই আনতে পারতেন। অঞ্জন - তা ঠিকই অনিমেষদা, আপনি কিন্তুকিন্তু করে এতদিন এদের আনার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। মহুয়া একটু জোরে হেসে বলল - অনিমেষদা যে আমাদের চেয়ে মিলন আর অনিন্দিতাকে বেশি ভালোবাসেন তাই। কমলা গুহ একটু ব্যস্ত ও গম্ভীর হয়ে বললেন - না না তোমরা কথাটা এভাবে নিওনা, আগে পুরো কথাটা শোন, তারপরে না হয় যা বলার বোলো। অনিমেষ - তা ঠিকই, আমি আর কমলা অনেকদিন ধরেই ভাবছি কথাটা তোমাদের সবাইকে বলি যাতে ওরা এখানে এসে অপ্রস্তুত না হয়। পরশুদিন মিলনদের ফোনে পুরো ঘটনাটা বলে বললাম ওরা যেন একদিন চিন্তা করে আমায় বলে যে কুণাল আর শর্মিলাকে ওদের বাড়ীতে আসতে বলতে পারি কিনা। ওরা তক্ষুনি হ্যাঁ বললেও আমি ওদের আর একটু ভাবতে বললাম। তারপরে একটু থেমে বললেন, আজ সকালে আমি মিলনদের আবার ফোন করে কুণালদের এখানে আসতে বলেছি। মহুয়া - এত জিজ্ঞেস করার বা ভাবার কি আছে তাই তো বুঝতে পারছিনা। দেবাঙ্কুর - পলিটিকাল ব্যাপার, প্রেমঘটিত ব্যাপার না খুনখারাপির ব্যাপার ? অনিন্দিতা হেসে বললো - না না এটা কোন পলিটিকাল বা খুনখারাপির ব্যাপার নয় বরং প্রেমঘটিত ব্যাপারই বলাত পারো। অঞ্জন লাফিয়ে উঠে বললো - প্রেমঘটিত ব্যাপার ? তাহলে আজকের আসর জমবে ভালো। মনিকা অনিমেষের দিকে তাকিয়ে বললো - প্রেমঘটিত ব্যাপার তো আমাদের সবারই অনিমেষদা, তবে আর দেরি কেন, বলে ফেলুন। কমলা গুহ - এই প্রেমটা কিন্তু অন্য ধরনের। শুক্লা - প্রেম তো প্রেমই, ওর আবার ধরনধারনের কি আছে ? কমলা গুহ - আছে বৈকি, এটাকে নিষিদ্ধ প্রেম বলতে পারো। মনীষ - নিষিদ্ধ প্রেম কিন্তু জমে ভালো। এই বলে সে আরো দুটো চপ নিজের প্লেটে তুলে নিল।

অনিমেষ গুহ একটু শান্তভাবে বললেন - তোমাদের সবার কাছে এখন কি করে সব কথা বলি তাই ভাবছি। মহুয়া - কেন, রেইটেড্ আর নাকি ? মিলন - তা রেইটেড্ আরই বলতে পারো। দেবাঙ্কুর - এখানে তো পিজি থারটিনের দরকার নেই, সবাই পঁচিশের ওপরে। অঞ্জন - আমরা এখানে এসে রেইটেড্ আর টার কিছুই মানিনা মহুয়াকে জিজ্ঞেস করো, মিতু আর সমুকে নিয়ে আমরা একসাথে বসেই সিনেমা দেখি, ম্যাগাজিন যা রাখি সবাই পড়ি। খুব কড়াকড়ি না করলেই ছেলেমেয়েরা ভালো থাকে বলে আমাদের বিশ্বাস। মনীষ - আমার মনে হয় বর্তমান যুগের বিশেষ করে আমরা যারা এখানে থাকি তাদের সবারই ঐ একমত, কড়াকড়ি থাকলে ছেলেমেয়েরা বেশি নষ্ট হয়। মনিকা - আমার মনে পড়ে কত লুকিয়ে লুকিয়ে চোরের মত প্রেম করেছি, সব সময়ই ধরা পড়ে যাবার ভয় ছিল। আবার ধরা পড়ে যাওয়ার পর বাড়ীর লোকদের যেন তর সয় না, তাড়াতাড়ি করে বিয়ে দেবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠল। সবাই হেসে উঠল ওর কথা শুনে। মনীষ - সেই জন্যে অনেক আগেই বেঁচে গেছ বল।

শুক্লা - আমার বরের এখনো আসার সময় হলনা। শঙ্করকে নিয়ে আর পারিনা। ওর একটু দেরি হবে বলে মিলিকে নিয়ে আমি এসেছি। বিয়ের আগে আসতে দেরি হবে বললেও পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যেই এসে যেত। দেবাঙ্কুর - তোমাদের বিয়ে তো হল দুজনের বাড়ী থেকে পালিয়ে। শুক্লা হেসে বললো - কি করব বলো, দুবাড়ী থেকেই বিয়ে দেবেনা বললো, পাল্টি ঘর না, এক বাংলার কালচার না, কত কি বাহানা। কমলা - এদের ব্যাপার কিন্তু একেবারে অন্যরকম। অনিমেষ - হ্যাঁ, সেটাই বলব, একেবারে অন্যরকম। তোমরা সবাই একটু চুপ করে বোসো, ওরা আসার আগেই আমি কথাটা সেরে নিতে চাই, যাতে অহেতুক কারো মনে কিছু না থাকে আর ওরাও যাতে আঘাত না পায়। একটু সময় নিয়ে আবার বললেন - জানি তোমরা সবাই শিক্ষিত আর বহুদিন এদেশে আছ ও থাকবে এবং তোমাদের দৃষ্টিভঙ্গিও পাল্টে গেছে। মিলন - এখানে সবাই কুসংস্কারমুক্ত আছে অনিমেষদা, আপনার কিছু ভয় নেই, বলুন আপনি। অনিন্দিতা - আমরা তো আগেই বলেছি আমাদের কিছু আসে যায়না, আশা করি এরাও সবাই তাই বলবে।

অনিমেষ - হ্যাঁ, যা বলছিলাম, আমার বন্ধু বিন্নরেশ ব্যানার্জীর মেজো ছেলে কুণাল, সে হল বাপকা ব্যাটা, লেখাপড়ায় বাবার মতই মেধাবী, আর সভ্য ভদ্র বলতে যা বোঝায় সে ঠিক তাই। কিন্তু ওর বুকের পাটা দেখে আমি সত্যিই অভিভূত, কি বলব তা আজও বুঝতে পারিনা। কুণাল হল কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার, স্ত্রী শর্মিলাও এখন কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে পড়াশুনো করছে। দেবাঙ্কুর - সে তো খুবই ভালো কথা। শুক্লা - ভদ্রমহিলা আবার খুব ভালো গানও জানেন, দেখতেও নিশ্চয় ভালো। তারপরে স্বগতোক্তি করল - কত গুনের।

অনিমেষ - হ্যাঁ, তা দেখতেও বেশ ভালো, অনেক গুণও আছে। একটু থেমে আবার বললেন - এরকম হাজার গুণ থাকা সত্ত্বেও কিছুকিছু মানুষ সমাজ থেকে কিছুই পায়না। শুধু ঘৃণা আর কুসংস্কারের জন্যে তারা সারাজীবন অন্ধকারেই কাটিয়ে যায়। কমলা - এই অন্ধকার থেকে মানুষকে টেনে তোলার দায়িত্ব হল আমাদের, কুণাল সেটাই প্রমান করেছে ও এখনো করছে।

অনিমেষ স্বগতোক্তি করলেন - কুণাল-শর্মিলার কাহিনী গল্প হলেও সত্যি, তারপরে আস্তেআস্তে বলতে আরম্ভ করলেন - কুণাল ওর বন্ধুর মারফৎ শর্মিলাকে আবিষ্কার করে। ও জেনেশুনেই নিষিদ্ধ পল্লীর মেয়েকে নিজের করে নিয়েছে। এই কথাটা শোনার সঙ্গেসঙ্গে ঘরের সবারই চোখ বড়ো হয়ে গেল। অঞ্জনের গলা থেকে শুকনো আওয়াজ বেরোল - নিষিদ্ধ পল্লীর মেয়ে। কমলা - হ্যাঁ। মহুয়া - বাড়ীর লোকেরা মেনে নিল ? অনিমেষ - হ্যাঁ, তারপর একটু থেমে আবার বললেন - কিন্নরেশরা আদি বনেদী। প্রচুর টাকাপয়সা ওর পূর্বপুরুষদের অনেক কুকীর্তি করতে সাহায্য করেছে। তাঁরা ঐ রকম অনেক নিষিদ্ধ জায়গায় গিয়ে অনেক নিষিদ্ধ কাজকর্মও করেছেন। মনিকা একটু রাগত গলায় বলল - তা বলে উনি নিজের ছেলেকেও ঐ কাজ করতে দেবেন ? মিলন - ঐ কাজ কোথায় মনিকা ? অনিন্দিতা - বলতে পার প্রায়শ্চিত্ত।

অনিমেষ - তা একধরনের প্রায়শ্চিত্তই বটে। তারপর একটু থেমে বললেন - শর্মিলার দিদিমাও বিরাট বংশের মেয়ে ছিলেন। ১০-১২ বছর বয়সে তিনি এক দুর্বৃত্তের হাতে অত্যাচারিত হয়ে মান সম্মান হারান। বাড়ীর লোক ও সমাজ তাকে বুকে টেনে নেওয়ার বদলে ত্যাগ করে। পথহারা ঐ মেয়েটিকে আর এক অমানুষ ঐ পল্লীতে নিয়ে আসে। শর্মিলার মায়ের জন্মের পরে তিনি ভেবেছিলেন যে মেয়ের নির্মল জীবনযাপনের ব্যবস্থা করবেন। অনেক কষ্ট করে প্রাইভেটে লেখাপড়াও কিছুটা শিখিয়েছিলেন কিন্তু তিনি মেয়েকে ঐ রাস্তা থেকে বাঁচাতে পারেননি। কেউই তাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি। এইভাবে শর্মিলার জন্ম হয়। দিদিমা ও মা মেয়েকে কষ্ট করে স্কুলে পাঠান। স্কুলের ছাত্রীরা, এমন কি শিক্ষিকারাও ভালো করে তার সঙ্গে কথা বলত না, তাকে পেছনের বেঞ্চে একা একা বসতে হত। তার ওপর একটু বড়ো হতে না হতেই পাড়ার ছেলেরা ওর পেছনে ইঁট পাটকেল ছুঁড়তে লাগল। শেষ পর্যন্ত তাকেও প্রাইভেটেই পড়তে হল। মা আর দিদিমা কোমর বেঁধে ওকে দাঁড় করানোর জন্যে উঠে পড়ে লাগলেন। নিষিদ্ধ পল্লীতে যাতায়াত করে এমন পুরুষেরা যাতে তার ধার না ঘেঁষতে পারে তার জন্যে কড়া ব্যবস্থাও করলেন ওঁরা। মেয়েটি তার দুঃখের জীবনে প্রায়ই জানলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চোখের জল ফেলত। কুণালের বন্ধু ও আশপাশের বেশ কিছু লোক সবই জানত কিন্তু সাহায্য করার ইচ্ছে বা সাহস ছিলনা। কুণাল বন্ধুর কাছে শর্মিলার কথা শুনে নিজেই গিয়ে তার সঙ্গে আলাপ করে এবং মাবাবার অনুমতি নিয়ে বিয়ে করে। তবে আমাদের সমাজে টিকতে পারবে না বলে ওরা এদেশে পাড়ি দিয়েছে। শর্মিলা মেধাবী ছাত্রী, বিয়ের পর কুণাল তাকে আরো লেখাপড়া শিখিয়েছে, এখন ও কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে পড়াশুনো করছে।

শুক্লা - অনিমেষদা, আপনি যাই বলুন, পড়াশুনো যতই করুক ঐ পরিবেশের ছাপ তো ওর মধ্যে থেকেই যাবে। ওটা তো আর ধোয়া যাবেনা। মনীষ একটু গম্ভীর হয়ে বলল - ওদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আমাদের ছেলেমেয়েদের রুচির তফাৎ হবেই। দেবাঙ্কুর আড়মোড়া ভেঙে বলল - আমার একটা জরুরি কাজ আছে, আজ যেতে হয়, পরে খবর নেব। শুক্লা - আমারও মেয়েকে নিয়ে এখনি বাড়ী যেতে হচ্ছে, জানিনা আমার বর কোথায় আছে। তারপরে অনিন্দিতার দিকে তাকিয়ে বলল - ও যদি এসে পৌঁছোয় আমাকে একটা ফোন করে দেয় যেন। অনিন্দিতা - তোমরা যারা চলে যেতে চাও তারা আগে খেয়ে নাও, আমার তো রান্না সব তৈরিই হয়ে আছে।

অনিন্দিতা সব খাবার বড়ো টেবিলে দিতেই দেখা গেল সবাই লাইনে দাঁড়িয়ে খাবার নিতে সুরু করেছে শুধু অনিমেষ গুহ, তাঁর স্ত্রী কমলা এবং অনিন্দিতা ও মিলন ছাড়া। মিলনের মনে রেইটেড্ আর কথাটা ভাসতে লাগল। কলিংবেলটা বেজে উঠতেই কমলা বললেন, ঐ ওরা বোধহয় এল। কথাটা শোনার সঙ্গেসঙ্গে শুক্লার হাত থেকে থালাটা পড়ে চারদিকে ভাত ছড়িয়ে গেল।-অনিন্দিতা বুঝতে পারল শুক্লা খুব নার্ভাস। বললে, ও ঠিক আছে আর তারপরে শুক্লার সঙ্গে ন্যাপকিন দিয়ে কার্পেট পরিষ্কার করতে লেগে গেল।

অনিমেষ গুহ দরজার দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলেন যে অন্যান্য সবার তরফ থেকে অভ্যর্থনাটা কিরকম হবে। তাঁর কাঁচাপাকা চুলগুলি যেন একটু একটু করে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে উঁকি দিতে লাগল।

পদ্মা ১৯৪৮

চন্দ্রবিনোদ দাস

বিক্ষুব্ধ তরঙ্গরাশি, বিপুল বিস্তার
তৃণাঞ্চিত একপ্রান্ত, নাহি অন্যপার
সম্মুখে দিগন্তসনে আলিঙ্গনে লীন
ফুঁসিছে শ্বসিছে পদ্মা, মৃত্তিকা মলিন
কুণ্ডলিত পৃষ্ঠপরে রচি রুদ্ধ পাক
ফেনিল সহস্র মুখে ছাড়িতেছে হাঁক
অতৃপ্তা নাগিনীমাতা মৃত্তিকা বন্দিনী
গর্জনমুখরা ক্রোধে, সংহার নন্দিনী
আমার বিস্তার পথে, যে রহে দাঁড়ায়ে
ভাঙ্গিয়া ধ্বংসিব তারে, বন্ধন ছাড়ায়ে
লভিব অনন্ত মুক্তি, দক্ষিণে ও বামে
দুই তীরে সীমা রচি, বালুচরে, গ্রামে
কাশগুচ্ছ মৌনমাঠে, মুখর নগরে
আমার প্রসারে যারা বাধা সৃষ্টি করে
রাখিল খন্ডিত করি, বজ্রমুষ্টিঘাতে
তাহাদের বিচূর্ণিব, বন্ধনের সাথে
চির যুদ্ধ চিরকাল। এ ক্রোধের বিষ
অম্বরে করিল কালো, নির্মল আশীষ
উদার শূন্যতা বুকে, হোল মসীময়
ঊর্দ্ধে অধে চির দ্বন্দ্ব, দ্বন্দ্বে দ্বন্দ্বময়।

সন্নিকটে, মেঘলিপ্ত আকাশের বুকে
সামন্তের মৃত্যু স্তম্ভ দাঁড়ায় কৌতুকে
উচ্চশির দম্ভে তুলি, ঘনকালো বন
আম্রতাল খেজুরের শ্যাম আচ্ছাদন
উপহাসে তুচ্ছ করি, হাসে কীর্ত্তিনাশা
চিরলুপ্ত করিয়াছে দাম্ভিকের ভাষা
দাঁড়াও মুহূর্ত মাত্র, হানি বজ্রপাণি
দম্ভরে করিব চূর্ণ লুপ্তি দিব আনি।
অদূরে তরঙ্গ বুকে ধীবরের তরী
সারি সারি খায় দোলা, ক্ষুদ্র পাল ধরি
শ্বসিছে মাতাল বায়ু, মহামৃত্যুপানে
টলিছে মরাল সখা যেন অন্ধটানে।
শ্লথহাত হতে যদি ক্ষণিকের তরে
খসে পড়ে হালখানি, অনন্ত গহ্বরে
ডুবে যায় শীর্ণ তরী , ধীবরের শব
তরঙ্গে খন্ডিত মাংসে লভে অভিনব
সহস্র কণিকারূপ ক্লেদ ঘূর্ণিসনে
চির বিস্মৃতির বুকে করাল রণনে।
ঘৃণ্যতম তুচ্ছতম এই শব লাগি
ক্ষুধাশীর্ণা রুক্ষকেশা কোন নারী জাগি
বিনিদ্র রজনীগুলি করে কি যাপন
শোকের অনলদাহে করি বিলাপন।

মিলনের দিনগুলি, স্মরি অনুরাগে
মৎস্য ধরিবার তরে শেষ যাত্রা আগে
ভর্ত্তার তাড়না, প্রত্যুত্তর উচ্চৈঃস্বরে,
প্রহারের দাগ পড়ে শীর্ণ অঙ্গ পরে।
তারপর চির বিস্মরণ ? অবকাশ
কোথা তার ভুঞ্জিবারে বিলাপ বিলাস
কোথা তার ভদ্র নম্র মন ? কোথা তার
কৃষ্টিতে সঞ্জাত স্নিগ্ধ প্রেম ? রচে সার
সভ্যতার বিটপীমূলে হীন তুচ্ছতম
এই সব শবদেহ। উচ্চে অনুপম
সৌন্দর্য্যে ফুটিছে কমনীয় প্রেমফুল
মিলন বিরহ গন্ধেভরা। সে অতুল
পুষ্প হতে চিরদিন প্রবঞ্চিত হয়ে
এই সব নরনারী চলিয়াছে বয়ে
অস্তিত্ব নিজের, কুক্কুর কুক্কুরীসম
দ্বন্দ্বে ও মিলনে। তারিপাশে মনোরম
সুউচ্চ প্রসাদে প্রচুর বিলাস পুষ্ট
দিব্যদেহ প্রণয়ী যুগল, রাঙ্গাওষ্ঠ
আরও আরক্তিম প্রেমপুষ্পমধুপানে
মিলন আনন্দে আর বিরহের মানে।

পদ্মার এ রুদ্রা চণ্ডী সংহারিনীরূপ
অতীতের কবিচিত্ত কল্পনা মধুপ
মুগ্ধ চিত্তে করিয়াছে পান। লুণ্ঠনের
অভিযানে ভাসে সপ্ততরী সামন্তের।
তরঙ্গের ফেনোচ্ছ্বাসে কায়া আন্দোলিয়া
মাল্লামাঝি হবে শত, সর্বশক্তি দিয়া
প্রভু আজ্ঞা করিছে পালন, সম্মুখের
তরী শ্রেণী শ্লথহাল মায়ে তরঙ্গের,
ডুবে যায় অতল পাতালে, ডুবে যায়
তারি সাথে শত মাঝি মাল্লা, অসহায়
সামন্ত বণিক ফিরে বিষন্ন প্রাসাদে
প্রাণমাত্র নিয়া বিধি আরও বাদ সাধে
একমাত্র প্রাণের কুমার সর্পাঘাতে
হারাল জীবন, করাঘাত হানি মাথে
কাঁদে হায় নবোঢ়া যুবতী। ভাসে ভেলা
দংশিত শবেরে বক্ষে ধরি, করে খেলা
তারি সাথে প্রশান্ত পদ্মার উর্মিমালা
ব্যঙ্গভরে। সর্বনাশা এ মৃত্যুর জ্বালা
চিত্তেরে দোলায়। সামন্ত যুগের কবি
ব্যথা দগ্ধ অন্তরেতে আঁকে তার ছবি।

দুর্দ্ধর্ষা পদ্মার সাথে সামন্তের রণ
লক্ষ লক্ষ মত্ত ঢেউ করিল ধারণ
অসংখ্য সর্পের রূপ। পদ্মা নাগমাতা
আপনার পূজা লাগি মাগে জয়গাথা
সামন্তের কণ্ঠ হতে। দম্ভভরে চাঁদ
উপেক্ষিল তারে, তারপর পরমাদ
চাঁদের জীবনে, সপ্তডিঙ্গি ডুবে যায়
সর্পাঘাতে প্রিয়পুত্র জীবন হারায়।

শোকার্তা পুত্রের বধূ ভাসাইল ভেলা
দংশিত স্বামীর শব লয়ে, অবহেলা
সামন্তের হোল প্রতিশোধ, উপেক্ষিতা
শুদ্ধা পদ্মা সর্বশেষ বিজয়ে গর্বিতা।

এযুগের কবি আমি চাহি পদ্মাপানে
হেরি তার দুর্বার দুদ্ধর্ষ অভিযানে
উচ্ছসিছে ক্রোধে মত্তা বিপ্লবের বানী
তীরে তীরে স্তরে স্তরে বজ্রমুষ্টি হানি।
শোষকের রূপে মোরে চাঁদের গরিমা
বিপ্লবের গতি ভাঙে লাঞ্ছনার সীমা
পাতালেতে ভেঙে যায় ঘুম, মাল্লামাঝি
শত শত করিছে চিৎকার 'মোরা আছি।

মোরা বাঁচি আত্মার মহিমা লভিবারে
বন্ধন রচিছে যারা আত্মার প্রসারে
উৎখাতিব তাহাদেরে গতি স্রোতমুখে'
কৃপাপুষ্ট এ জীবন শোষকের সুখে।
যুগ যুগ ধরি যাহা করেছি ধারন
উল্লাস উদ্দাম পথে হোক সমাপন।
শুনিতেছি দুই তীরে কুটিরে কুটিরে
জান্তব কল্লোল ভাষা উঠিছে গম্ভীরে
'চাই অন্ন, চাই বৃষ্টি, চাই প্রেম, চাই
আনন্দ সৌন্দর্যলোকে চাই চির ঠাঁই
বন্ধন শোষণহীন' , চাহি পদ্মাপানে
শুনিলাম রুদ্রবানী তরঙ্গের গানে।

অর্জুনের দুর্গাস্তব ও বরলাভ

সমর মিত্র

ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে কুরুপান্ডবের
সুসজ্জিত অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী সেনা
দেখিয়া কহেন কৃষ্ণ, আসন্ন যুদ্ধের
পূর্বে পার্থ মা দুর্গার কর আরাধনা।

স্নান আচমন অন্তে কৃষ্ণের নির্দেশে
গন্ধপুষ্প দূর্বা লয়ে বসি শুদ্ধাসনে
অর্জুন আশিস্ মাগি তদ্‌গত মানসে
করেছিল দেবীস্তুতি অতি সযতনে।

হে সিদ্ধসেনানি আর্য্যে মন্দারবাসিনি
কুমারি কপিলে কালি কপালি করালি
হে চন্ডি হে চন্ডে ভদ্রকালি কাত্যায়নি
করি নমস্কার মহাভাগে মহাকালি।

শিখিপুচ্ছধ্বজধরে হে জয়ে বিজয়ে
নানাভরণভূষিতে হে বরবর্ণিনি
অট্টশূলপ্রহরণে উমে রণপ্রিয়ে
লহগো প্রণাম মধুকৈটভনাশিনি।

হিরন্যাক্ষি বিরূপাক্ষি ধুম্রাক্ষি তারিনি
মহিষরুধিরপ্রিয়ে হে গোপেন্দ্রানুজে
শাকম্ভরি জেষ্ঠে খড়্গখেটকধারিনি
কৌশিকি প্রণত আমি তব পদাম্বুজে।

স্বাহা স্বধা কলা কাষ্ঠা কান্তারবাসিনী
সরস্বতী বেদমাতা বেদান্ত সাবিত্রী
ভগবতী দুর্গে চন্দ্রসূর্যবিবর্দ্ধিনী
প্রভাবতী হ্রী শ্রী তুষ্টি পুষ্টি জগদ্ধাত্রী।

হে কৃষ্ণপিঙ্গলে কৃষ্ণে হে পীতবাসিনি
অট্টহাসে কোকমুখে গোপকুলোদ্ভবে
ব্রহ্মবিদ্যা মহানিদ্রা হে স্কন্দজননি
তোমার প্রসাদে জয় মাগি এ আহবে।

স্তবে তুষ্টা দুর্গাদেবী মানববৎসলা
কৃষ্ণের সম্মুখে পার্থে দিয়ে দরশন
কহিলেন হবে জয় হয়ো না উতলা
ভয় কি তোমার যার সখা জনার্দন।

সমরে বিজয়ী হবে করি আশীর্বাদ
পাবে ফিরে হৃতরাজ্য করি বরদান
কর যুদ্ধ শঙ্কাহীন হয়ে অপ্রমাদ
বলিয়া হলেন দুর্গাদেবী অন্তর্ধান।

পার্থকৃত এই স্তোত্র যে জন প্রত্যহ
শয্যা ত্যাজি ভক্তিভরে পড়ে কিংবা শোনে
তার যত বাধা বিঘ্ন বেদনা দুঃসহ
আবির্ভাবমাত্র নাশ হয় পরক্ষণে।

সদা থাকো মোরে ঘিরে

মীরা ঘোষাল

দুঃখের দিনে তোমারেই স্মরি তোমারই করুণা মাগি
দুর্গম রাতে তব নাম জপি তব ভরসায় জাগি।
তোমারই আশিস্ লভিয়া যখন কাটে দুর্যোগ রাতি
তোমারে ভুলিয়া তোমারে ত্যাজিয়া পরিজন সহ
মাতি।
তুমি তো আমারে ছাড়ো না গো কভু সদা আছো মোরে
ঘিরে
কত অনাদর কত হতাদর তুমি তো যাওনা ফিরে।

দিল্লীতে মধুচন্দ্রিমা

প্রণব কুমার লাহিড়ী

শনিবার বিকেলে গল্পের মজলিস বসেছে বৈঠকখানায়। হিংএর কচুরী সহযোগে চা খেতে খেতে সবাই গল্প করছে। এমন সময় হঠাৎ গৌতম তার দু:খের কাহিনী বলতে আরম্ভ করলো। অনেকক্ষণ ধরে সে নিজের শরীর কত খারাপ তার বিষদ বিবরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিল যে ডাক্তারদের চিকিৎসা বিভ্রাটেই সে এতো ভুগে চলেছে। এই গল্প শুনে বিরক্ত হয়ে সুনীল বললো "দূর্ এতক্ষণ ধরে এই বাজে গল্প কেন করছিস্? শরীর থাকলেই মাঝে মাঝে খারাপ হবে, এই গল্প করার কি মানে আছে? তার চেয়ে আমি একটা অন্য গল্প বলি শোন্।" সুনীল খুব জমাটি গল্প করতে পারে তাই সবাই জমিয়ে তার গল্প শুনতে আরম্ভ করলো।

সুনীল শুরু করলো "এটা গল্প নয় - সত্যিঘটনা। আমাদের পাড়ার রমা বৌদির জীবনে এটা ঘটেছিল। এই গল্প বৌদি কখনও করেননি। তবে তাঁর অনেক আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে নানা ভাবে গল্পটা একটু একটু শুনে আমি পুরো ঘটনাটি জানতে পেরেছি।"

এতক্ষণে সবার উৎসাহ এসেছে গল্পটি জানবার। এমনকি গৌতমও তার চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বললো "বল্ বল্ - রমা বৌদির গল্পটা শুনি।"

সুনীল বললো "আজ থেকে বছর দশেক আগে রমার বিয়ে হয়েছিল বালীগঞ্জের দীপকের সাথে। দীপক অতি চৌকশ ছেলে। দেখতে সুন্দর, বুদ্ধিমান তার পর বিলেত থেকে কি সব পাশ করে দেশে ফিরে বড় বিদেশী কোম্পানিতে মস্ত বড় কাজ পেয়েছে। চমৎকার সাজানো একটা বাড়ীতে বাস করে। একটা নতুন ঝকঝকে গাড়ীও কিনেছে। এদিকে রমা খুবই সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। মনে হয় দেখতে সুন্দর বলেই দীপকের বাবা-মা রমাকে পুত্রবধূ করে ঘরে এনেছেন। রমার বিয়ের দিন তার আত্মীয় স্বজন সবাই বলেছিলেন "বড় ভাগ্যবতী মেয়ে আমাদের - তাই এমন ঘর আলো করা জামাই হয়েছে।"

যাই হোক্ বিয়ের দুদিন পরে দীপক রমাকে নিয়ে দিল্লী গেলো মধুচন্দ্রিমা যাপন করতে। দীপক যাবার ব্যবস্থা নিখুঁত ভাবে করেছিল। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কামরায় শুধু ওরা দুজন নববিবাহিত দম্পতী। পরম সুখে আর আরামে কোথা দিয়ে যে দীর্ঘপথ কেটে গেল তা রমা বুঝতেই পারেনি। দিল্লীর বিখ্যাত এক হোটেলে কামরা রাখা ছিল। জীবনে প্রথম এইরকম পাঁচতারা হোটেলে এসে রমা একটু সঙ্কোচবোধ করছিল। কিন্তু দীপকের উৎসাহ ও মধুর ব্যবহারে অল্প সময়ের মধ্যেই রমার সঙ্কোচ কেটে গেল।

সারা সপ্তাহ ধরে দীপক রমাকে দিল্লীর সব দ্রষ্টব্য স্থান দেখালো। লালকেল্লা, যন্তর মন্তর, রাষ্ট্রপতি ভবন, নিজামউদ্দীন, সংসদ ভবন ইত্যাদি কিছুই বাকী থাকলোনা। ঘুরে ঘুরে সব দেখার মাঝে প্রতিদিন নানা ভাল রেস্তোরাঁয় দুবেলা দামী খাবার খাওয়া হয়। এই ভাবে স্বপ্নের মতো কেটে গেল এক সপ্তাহ। আট দিনের দিন রমাকে নিয়ে দীপক গেল কুতুবমিনার দেখতে। ঘুরে ঘুরে সব দেখালো। এতগুলো সিঁড়ি ভেঙ্গে কুতুবের মাথায় উঠবার উৎসাহ ছিলনা রমার। কিন্তু দীপকের প্ররোচনায় হাঁফাতে হাঁফাতে ওপরে উঠতেই হ'ল। যাই হোক পরে নীচে নেমে ক্লান্ত রমা বললো "চল এবার হোটেলে ফিরে যাই।" রাজী হ'ল দীপক আর দুজনে রাস্তার ধারে দাঁড়ালো ট্যাকসীর আশায়। দশ মিনিট কেটে গেল কিন্তু খালি ট্যাকসীর আর দেখা নেই। বড় ক্লান্তিবোধ করছিল রমা, বললো "এবার একটা খালি ট্যাকসী পেলে বাঁচা যায়।" এমন সময় একটা বড় দামী বিলিতি গাড়ী এসে ওদের সামনে দাঁড়ালো। চালাচ্ছে উর্দ্দিপরা পাঞ্জাবী চালক। আর পিছনের আসনে বসে আছে এক অপূর্ব্ব সুন্দরী মেয়ে। পরণে তার সৌখিন সিল্ক শাড়ি, কানে ঝুমকো, রাঙা ঠোঁট। মেয়েটি তার পাশের দরজা খুলে ডাকলো "দীপক, গাড়ীতে উঠে এসো।" দীপক তৎক্ষণাৎ গাড়ীতে উঠে পরলো। দর্জ্জা বন্ধ করে গাড়ী চলে গেলো।"

এইখানে গল্প থামালো সুনীল। সবাই তাকে জিজ্ঞাসা করলো "রমার কি হ'ল?" সুনীল বললো "রমার সঙ্গে টাকাপয়সা কিছুই ছিলনা। বহু কষ্টে কলকাতায় খবর দিয়ে, টাকা আনিয়ে সে কলকাতায় ফিরতে পেরেছিল। কিন্তু দীপকের সঙ্গে আর কোনদিনই তার দেখা হয়নি।"

পথিক

প্রণব কুমার লাহিড়ী

সন্ধ্যা নেমে আসে -- বড় ক্লান্ত আমি
অবিরাম ছোটাছুটি, অবিশ্রাম কর্মচক্র
আর ভাল লাগে না।
পথ চলা হল দায় -- থেমে যেতে চাই আজ।
বনফুলে ঢেকে আছে পথের দুধার।
দুদন্ড দাঁড়াতে চাই তারি মাঝে --
কর্মক্লান্ত দিবসের অবসানে
মাটির ডাক আবার যেন শুনি।
পিছু ফিরে দেখি -- কত হারিয়ে যাওয়া মুখ
মনে পড়ে। কোথায়ে রইল তারা,
সেই ফেলে আসা দিনের সাথীরা ?
ফিরে পেতে চাই আবার তাদের।
জানিনা কি দেখবো ফিরে গিয়ে সেই পথে।
কেউ কি আছে আজও পথ চেয়ে সেইখানে ?
জানি ঘড়ির কাঁটা চলবে সামনেই
তবু ভাল লাগবে ক্ষণিকের জন্যে স্মৃতির সুখস্পর্শ।
কোথায় ছিলাম আর কোথায় এসেছি তা জানতে
যে পথে যাবো তার নিশানা হবে সহজ।

Wayfarer

Pranab K. Lahiri
Translation by Lali Watt

Evening is falling –
I am weary.
This endless activity,
This ceaseless round of work,
No longer satisfies me.
This way forward is done –
I want to stop today.
Wild flowers blanket
The margins of my path.
I want to pause in their midst –
As I unburden myself of this
heavy yoke of work
I want to feel the pull
of the earth again.
I turn back to look –
so many faces
left behind
come to my mind.
Where did they go?
All those companions
of long ago days?
I would like their company, again.
I don't know what awaits me
in returning to those haunts.
Is there still someone there,
Waiting?
Time marches ever forward
But a trip down memory lane
is sweet nonetheless.
Knowing where I am today,
the future will reveal itself to me.

Love is in the Details

Yasho Lahiri

My grandfather treasured
Blue Parker Jotters we brought him,
As visitors, on trips all too brief.
I dream of him, still, now and then.
His astounding kindness,
The sweets he would drive across Calcutta
To bring back in string-wrapped packages,
Stowed carefully in his blue Fiat Millicento.
He was a careful driver,
Who knew that love is in the details.
He would always remember
That which you cherished,
Just what sweets, what books,
What places to take you.
I miss him, and our evening walks
Around the lake at sunset.
I wish my son had met him,
So he would know
How I love him in the details.
I hope my son grows into
His own grandfather's quickness to laughter,
And buys him many blue Parker Jotters.

Analysis and Alchemy

Yasho Lahiri

Five years' intellectual labor,
Rigor in the analytic trenches,
Endless days buried in archives,
Papets, dusty, compiled,
Cross-checked and re-checked,
Till the historical basis of very line,
Is brought out, bloody, bawling
Into the crisp, shivering
Scientific air of the academy.
And all for why, what benefit?
The fiery genius spit up his lungs
In some unheated garret, suffering,
Sorrows he had to drown in claret,
Till his very words burned on the page,
Shouting out truth for all to see.
Lived, learned at great cost,
Joined in the wailing of alley-cats,
The celebrations of young lovers,
Embracing in the square at dawn,
Shouted drunken songs from rooftops,
Dressed in the tattered rags
Of friendly, delirious beggars
With visionary eyes.
Your clear-eyed intelligence
Is bounded still by his words --
Will anyone sing your thesis?

কবিতার বর্ণিল ভুবনে
এম্ এইচ্ আকমল

বার বার এই প্রণতি জানাই
কত দিন বাঁচে মানুষ
ভাল মানুষ আগে মরে
শুনেছি তাই
তোমাদের স্মৃতির খাতায়
লিখে রেখো আমারই নাম
বার বার এই প্রণতি জানাই।

শান্ত নদী
ছলো ছলো বন্যা
যেখানে যেখানে বিষণ্নতা
পৃথিবীর অনেক কিছুই তো
বাকী রয়ে গেছে দেখা
আমার স্বাদ আছে সাধ্য নেই।
বার বার এই প্রণতি জানাই
কত দিন বাঁচে মানুষ
ভাল মানুষ আগে মরে
শুনেছি তাই
তোমাদের স্মৃতির খাতায়
লিখে রেখো আমারই নাম
বার বার এই প্রণতি জানাই।

Untitled
Rajarshi Gupta

If you only knew
Before this day is through
I spent most of my time one way
I've been dreaming
Waking up is the hardest thing to do.

If my time is done
I wish that I had fun
Hoping that I did all I could
Since I've been dreaming (for so long)
Waking up is always hard to do.

Always learning things the hard way
Never getting what I would expect
Time could never stop the heartache
Dreams are what I've kept.

Leave behind the past
The years to come are what will last
Try to build my own destiny
I've still been dreaming
Waking up will never be too soon.
Dreaming.

Glimpses of the 18th North American Bengali Conference

Sabyasachi Gupta (Columbia, MD)

This year the 18th North American Bengali Conference was held at the Regal Constellation Hotel in Toronto, Canada on July 3, 4, and 5. Efficient management by the Prabasi Bengali Cultural Association of Toronto coupled with programs of superior quality made it a resounding success. More than six thousand Bengalis from all over the USA and Canada gathered in Toronto on those days to reminisce over their glorious past and to get acquainted with current cultural trends of both West Bengal and Bangladesh as well as the cultural activities of Bengalis living in North America. Since most of the Bengalis stayed in one of the four hotels, which were located just across from the Regal Constellation Hotel, it was quite a sight to observe Bengalis dressed in gorgeous Sarees, Punjabis, Pajamas and Dhotis walking around the Hotel. For three days, we Bengalis felt as if we were in Calcutta!

Apart from performing arts programs, there were numerous other seminars and workshops, programs for the youth, a film festival, an art exhibition, stalls for sarees, cassette tapes/CD's, food etc., and alumni association meetings of different colleges/universities of India. For anybody, it was impossible to watch all the programs. Of the programs that I watched, honorable mention must be made of "Alibaba," the Arabian epic dance drama by the second generation Bengalis of Prabasi Bengali Cultural Association, Toronto; "Bangladesher Manchitra" by Bangladesh Association, Toronto; "Chapapara Manush," an one act play by Mukhos, MI; "Nostalgia Bangla Adhunik" by Paula and Utpal Gangopadhyay (Mitali, MI); "Teen Kanya," a musical dance drama by Gitabitan Music School, NJ; "Rajjotak," a hilarious one act play by Prabhakar (Sanskriti, Washington, DC) for their superb performance. The conference also honored ten eminent individuals for their contributions in the promotion of Bengali heritage and culture in North America.

The established artistes of Calcutta also lived up to their reputation. Bangla adhunik songs by Sreeradha Banerjee and Banasree Sengupta were not only melodious but also nostalgic. Thunderous applause cheered the folk songs by Swapan Basu and ragpradhan Bangla songs by Sukumar Mitra. Rakhi Sarkar, a student of legendary Suchitra Mitra, sang a few Rabindra sangeet with distinction. Dance recitals by Debasree Roy and Baisakhi Majumdar were not only unique but also extremely eye-pleasing. "Sundari," the full length drama starring Sabitri Chatterjee, Samit Bhanja, and Debraj Roy brought laughter and cheers amongst the audience. Lecture/recitation by overseas authors Bani Basu and Ketaki Kushari Dyson was extremely interesting. "Laldarja," a full length feature film shown in the festival and a seminar "Bengali Language and Women in Bengali Literature" were also highly appreciated.

The two main auditoriums, Constellation Ballroom and Galaxy Ballroom, were huge (approximate capacity of two thousand people in each of them) and their audio systems were superb. One of the main purposes of the conference was the reunion of many friends and relatives who might not have seen each other for years. That's why it was not uncommon to see many Bengalis exchanging greetings in their sweet Bengali language in the corridors while the programs were continuing in the auditoriums. Because of the close proximity of Niagara Falls, many Bengalis also used the occasion to visit the falls. Overall, this conference deserves a high rating. No doubt, commuting all the way to Toronto was worth it!

The Mockingbird's Song

Monalisa Ghosh

The warm morning sunshine peeped through the window,
On an April day, as fresh wind started to blow.
The silvery lakes glinted below,
The blossoming tree branches swayed to and fro.
In the distance, the ocean waves crashed angrily on the beach,
The mermaiden parades moved gracefully out of reach.
I looked out into the warm, spring day,
And watched the early rising animals play.
I ran out to join them, full of cheer,
When I heard a soft song, sweet and clear.
Then I spotted a lovely mockingbird in a tree,
Fluttering her wings, full of glee.
She lifted her head high and began to sing,
Her voice was the most beautiful thing.
She dropped the sweet notes, each one filled with pride,
As I listened in awe by her side.
The little bird released all her glee,
By simply singing to me.
She sang and sang from dawn until dusk,
Then she sneaked away quietly, without making a fuss.
I was lulled to sleep by the little bird's song,
And had not noticed that she had gone.
I awoke with a start at the sudden quiet,
And looked around for her until I started to fret.
Despair descended, followed with fear,
I could not find the little bird anywhere.
Then, I heard a shy, sweet chirp,
The sound filled my heart with mirth.
I looked right above me,
She was there, perched in a tree.
She once again began to sing,
Her notes as fresh as spring.
But it broke my heart,
When she had to depart.
She chirped once sorrowfully,
Then flew away from the tree.
I knew that the mockingbird would have to move along,
But I will always carry with me the mockingbird's beautiful song.

Mother Teresa

Kanai Ghosh

Oh! Mother, I salute you with my love
Coming out of my heart, the deepest cavern
That nurtured it so long.
Love is not earthly -- it has heavenly attire,
Grows in the soul who is God's admirer.
Self beholds the self, love is born,
It sees the outburst like popcorn.
Love discriminates not between the rich and poor,
Embraces the Godhead by opening the destitute's door.
Rare is the human that builds the home,
Where love transcends from earthly to heaven grown.
Or love becomes the dynamo for the chosen vehicle,
Accompanies the human birth to bring the truth miracle.
You were the destined soul; you were the Mother of love,
You broke down the mortal dam that flooded every curvè.

Light descends from the distant continent,
To break the darkness of the Inconscient,
But is unable to penetrate the crying heart,
Because of a deep black hole created by ego crescent.
The blind earth does not see the event to unfold,
Even when a higher power designed and executed it in the shuttle world.
The emanation breaks the torpor of the frustrated life with the supernal force,
The weary nature experiences the entropy blast from its veiled source.
Compassionate mother plunged herself into the ignorance,
A Godhead was born to save the blind race.
The cry of the gutter and the love of the heaven,
Compelled your mortal birth to help flowers blossom.
Free will remained silent, fate determined the course of life,
The hidden power raised the barriers to sharpen the knife.
Guidance came from the remote control,
Work started on a rock and roll.

The supreme wills, the nature chooses,
The country where the manifestation will be at its best.
The green land on the Bay of Bengal,
Prepared the bed in response to the divine call.
Avatars came, the yogis were born,
Bibhutis manifested, led the nation to freedom.
A great soul, a gift of God, was planted in the heart of Bengal,

Started the rare synthesis including one and all.
Calcutta was the nerve of the nation, the site of manifestation,
A city that opened the door to destitutes, for divine experimentation.
The city is called the "city of the needy and the poor,"
Blinded in ignorance, one sees not the spirit and the golden door.
Those who degrade the city as "the city of have-nots,"
Driven by ego, they lose the sight of the spirit and gods.
Calcutta is a city of hustle and bustle, a city of vibration,
A city of culture, a modern dynamo of divine creation.
It gave the world a garland of three Nobel laureates,
In literature, science, and peace -- unparallel and great.

You were sent from the distant land of Croatia,
To the chosen city of Calcutta to become the "Mother Teresa."
We are grateful to the Lord Jesus,
Who sent you to us -- you were so precious.
You gathered the disabled and the outcast from the gutter,
Gave them the meaning of life and laughter.
Homeless got the home, needy the care,
Children got the love, destitutes the compassion, so rare.
Good work is always haunted by criticism,
You followed the Adesh of God, showed the heroism.
God suffers when the unfortunates languish,
He sends the angel to remove the blemish.
The Mother of love, the Saint of the gutter,
We bid goodbye on your heavenly departure.
Our prayer through Jesus to the Lord,
May your soul rest in delight in the heavenly abode.

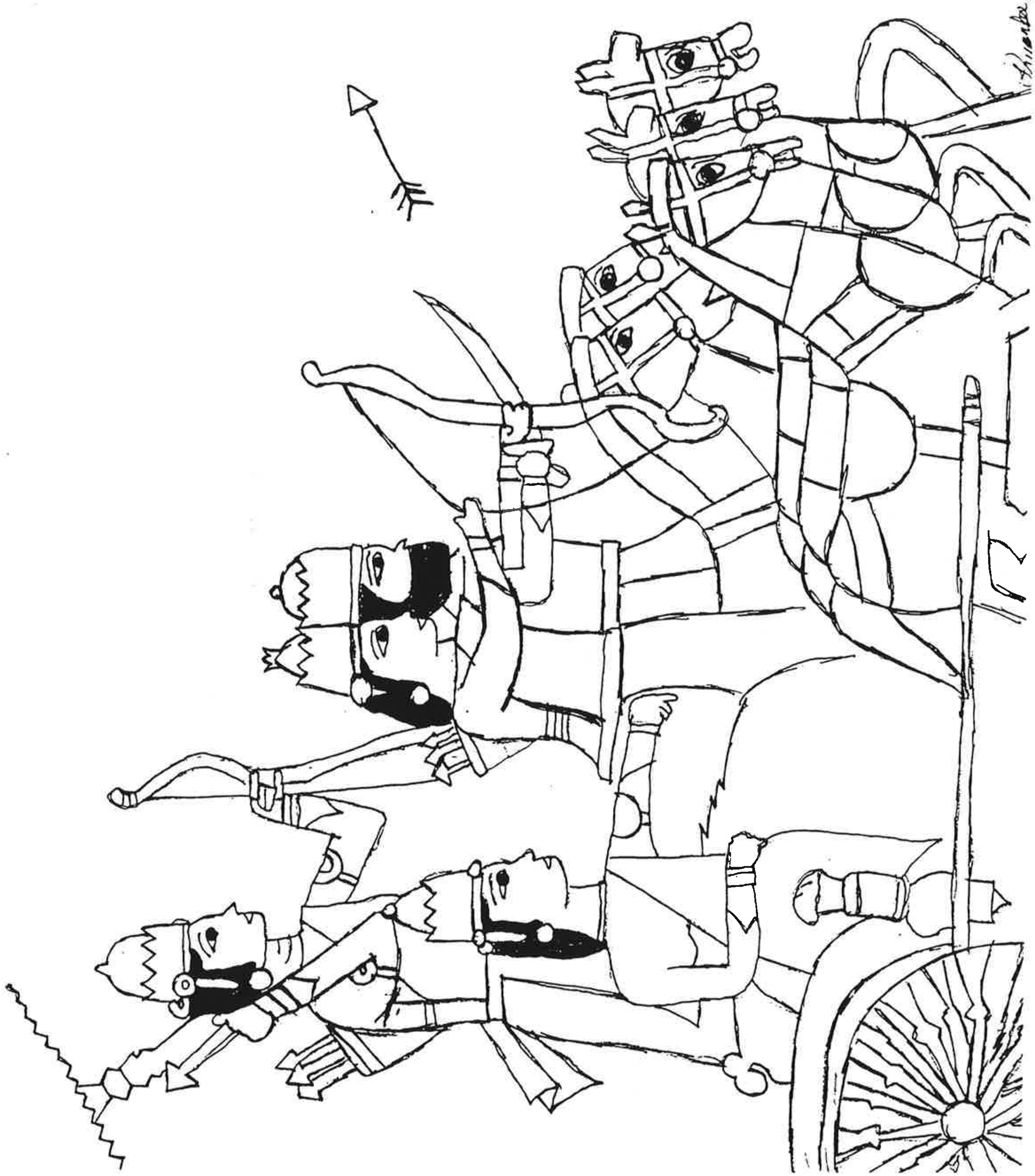

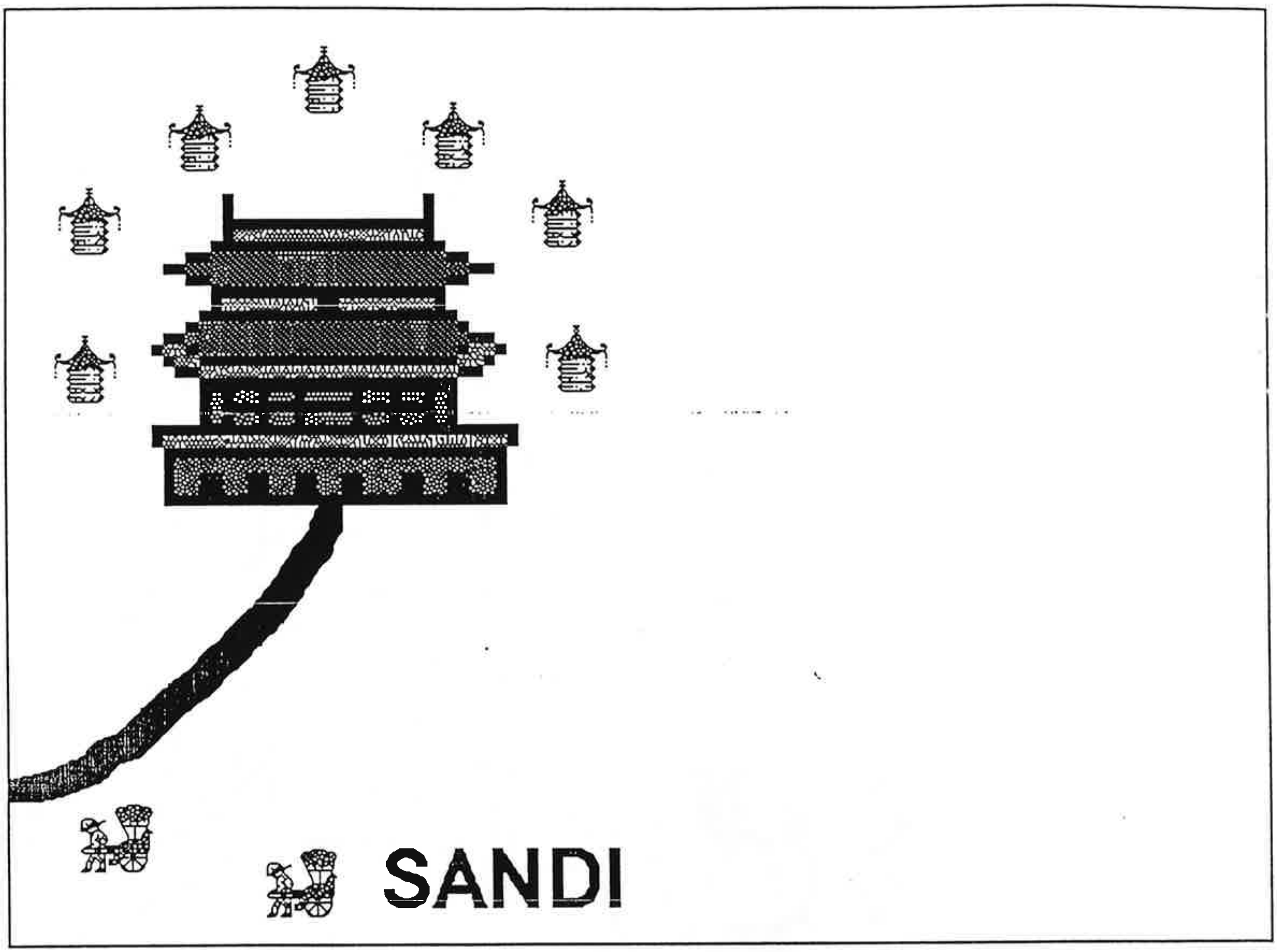

PUJARI
ATLANTA, GA
STATEMENT OF ACCOUNTS
1997 DURGA PUJA & LAKSHMI PUJA

RECEIPTS			EXPENSES		
BALANCE FROM 1997 SARASWATI PUJA	$	2,942.79	ICRC HALL RENTAL	$	520.00
DONATIONS	$	4,679.00	SARIS FOR PRATIMAS	$	92.00
			U-HAUL RENTAL	$	138.00
			TENT RENTAL	$	210.00
			DECORATION/PROGRAM	$	160.00
TOTAL RECEIPTS	$	7,621.79	PRASD AND FOOD	$	2,490.00
LESS EXPENSES	$	3,826.83	MISCELLANEOUS	$	216.83
BALANCE	$	3,794.96	TOTAL EXPENSES	$	3,826.83

1998 SARASWATI PUJA

RECEIPTS			EXPENSES		
BALANCE FROM 1997 DURGA PUJA	$	3,794.96	ICRC HALL RENTAL & ANNUAL DONATION	$	575.00
DONATIONS	$	1,293.00	TENT RENTAL	$	183.75
			U-HAUL RENTAL	$	68.00
			DECORATION	$	41.00
TOTAL RECEIPTS	$	5,087.96	PRASD AND FOOD	$	299.00
LESS EXPENSES	$	1,309.46	MISCELLNEOUS	$	142.71
BALANCE	$	3,778.50	TOTAL EXPENSES	$	1,309.46

Rahul Basu

Mohua Baird

Entertainment Program

September 26, 1998 – 4:00 PM

1.	Opening Song	Kunal Mitra
2.	Creative Dance (Group)	Choreography: Kakoli Bose
3.	Vocal	Arup Bandopadhyay
4.	Group Program	The Basus – Asok, Anirban, Aniruddha, Mamata
5.	Kathak	Sayantani Chakraborti
6.	"Ananda"	Vocal: Jaba Ghosh, Madhumita Chatterjee, Jayanti Lahiri, Krishna Sengupta Dance: Mohua Basu, Anuradha Das, Sampriti De, Priyanka Mahalanabis, Banhi Nandi, Ananya Roy Instrumental: Asok Basu, Amitava Sen Narration: Pranab Lahiri
7.	Instrumental Music	Paresh Seth
8.	Vocal	Indrani Ganguli
9.	Creative Dance	Sujasha Sengupta
10.	Vocal	Jnanabrata Bhattacharyya
11.	Bharatnatyam (Group)	Choreography: Kakoli Bose

INTERMISSION

Play "Babuder Dalkukurey" by Monoj Mitra

Cast (in order of appearance)

Madan	– Amitava Sen
Indu	– Sutapa Das
Vegetable Minister	– Kanti Das
Hossein	– Sushanta Saha
Bird Minister	– Jayanta Mahalanabis
Chief Minister	– Samar Mitra

Lighting	– Jayanti Lahiri
Costume	– Kalpana Das
Direction	– Jayanti Lahiri
Barking	– Hailey

বিস্মৃতি

হিল্লোল রায়

সেই কোন্ অতীতে বিস্মৃতির অতল
গহ্বর থেকে জেগে উঠেছিলো পৃথিবী
তাঁর রূপ-রস-গন্ধ নিয়ে!
যাঁর জন্মদিন সঠিক করে বলতে
পারবে না কেউ, আমি ও অপারগ,
তাই পারবো না বলতে সন-তারিখ দিয়ে!!
ধরে নিই, শতেক দু'কোটির ইতিহাস,
খণ্ড বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন ঘটনার
নীরব সাক্ষী মোদের এই পৃথিবী।
যখন মন ডুবে থাকে সুদূর অতীতের দিকে,
নিমিলিত চোখে, চিন্তার প্রতিফলন
উঁকি দেয় মনের অজান্তে নিভৃতে,
তখনই মনে পড়ে কত কথা,
ভেসে ওঠে অগুনন ছবি।।
আজও ভাসে স্মৃতিপটে সেদিনের কথা,
যেদিন অজ্ঞানান্ধ মানুষ
সহজ স্বীকৃতি জানিয়ে ছিলো প্রকৃতিদেবীকে,
ভক্ত হয়েছিলো নুড়ি-পাথর ও গাছ-গাছড়ার।
তখন জানতো না তাঁরা ভুল বুঝছে কিনা প্রকৃতিকে,
প্রয়োজন ও বোধ করে নি শুনতে
আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যার।।
নিরাবরণ নিরাভরণ মানুষ ছুটে ছিলো
বনে-জঙ্গলে আহার্য্যের সন্ধানে,
শিকার সংগ্রহের ব্যর্থ আশায়।
আর মানুষ ভুল বুঝেছিলো মানুষকে,
বিশ্বাস করে নি স্বীয় পরিজনকে-
স্বার্থান্ধ ক্ষয়ক্ষতির অমোঘ ধাঁধায়।।

মাইলস্টোন্
মার্চ ১২, ১৯৬৬

Vandana & Alok Agarwal
1680 B Cripple Creek Drive
Birmingham, Al 35209
(205) 942-5484

Nila & Musharatul Huq Akmal
4300 Steeple Chase Drive
Powder Spring, Ga 30073
(770) 439-7308

Narayan & Anima Bandyopadhyay
1849 Hidden Hills Drive
N. Augusta, Sc 29841
(803) 278-2707

Ranjit & Chhanda Bandyopadhyay
3629 Pebble Beach Drive
Martinez, Ga 30907
(706) 868-7627

Swapan & Suchira Bandyopadhyay
461 Creek Ridge
Martinez, Ga 30907
(706) 868-8300

Bhaskar Banerjee
4581 H Valley Parkway
Smyrna, Ga 30082

Jharna Banerjee
3665 Bay Point Court
Martinez, Ga 30907

Nilanjana & Subir Banerjee
4533 Sherry Lane
Hixson, Tn 37343
(615) 870-2373

Srabani & Snehamay Banerjee
530 Dorchester Crossing
Duluth, Ga 30155
(770) 476-2035

Sukumar & Nibedita Banerjee
723 Jones Creek
Evans, Ga 30809
(706) 855-7268

Naren N. Banik
2337 Stevenson Drive
Charleston, Sc 29414
(803) 571-6010

Kakoli Basu
1006 Bonair Drive
Augusta, Ga 30907
(706) 855-6472

Madhumita & Asis Basu
1620 Rosewood Drive
Griffin, Ga 30223

Mamata & Asok Kumar Basu
494 Rue Montaigne
Stone Mountain, Ga 30083
(404) 292-8323

Prasun Basu
3900 Woodchase Lane, Apt. I
Marietta, Ga 30067
(770) 612-8615

Robi & Choitali Basu
208 Hill Top Drive
Peachtree City, Ga 30269
(770) 487-4922

Ronnie Basu
2823 N. Shiloh Apt # 235
Garland, Tx 75044-7405
(972) 496-5089

Suparna & Saibal Basu
1502 Ninth Avenue South
Birmingham, Al 35205-3502
(205) 975-3897

Rajdeep Bhaduri
201 Miracle Drive, Apt #16g
Anderson, Sc 27621

Jagan Bhargave
8232 Carlton Road
Riverdale, Ga 30296
(404) 471-4418

Pramodini Bhargave
643 Wellington Way
Jonesboro, Ga 30236

Elfriede & C. B. Bhattacharya
1907 N. Crossing Way
Decatur, Ga 30033
(404) 248-9633

Nilabhra Bhattacharya
210 Rogers Road Q-309
Athens, Ga 30605

Purabi & Arun Bhattacharya
1014 Eagle Crest
Macon, Ga 31211

Munna & Swapan Bhattacharyya
6480 Calamar Drive
Cummings, Ga 30040

Parna & Jnanabrata Bhattacharyya
150 E Rutherford Street
Athens, Ga 30605
(706) 613-0987

Rash & Sujata Bhattacharyya
260 Danview Road
Jacksonville, Al 36265
(205) 435-8846

Sudhamoy Bhattacharyya
4616 Mulberry Creek Drive
Evans, Ga 30809

Dharmajyoti Bhaumik
185 Pine Club Lane
Alpharetta, Ga 30202

Mahasweta Bhaumik
4351 Revere Circle
Marietta, Ga 30062

Neil Bhowmick
143-B Sandburg Street
Athens, Ga 30605

Sheila & Debdas Biswas
126 Balsam Lane
Aiken, Sc 29803

Nandita & Anil K. Bose
315 Kingsway
Clemson, Sc 29631
(803) 654-4898

Shibani & Dulal Bose
1415 Innisbrook Drive
Hixson, Tn 37343
(423) 843-2263

Soma & Pradip Bose
2364 Abbeywood Road
Lexington, Ky 40515

Somali & Scott Burgess
387 Richard Way
Athens, Ga 30605
(706) 543-7282

Benu Gopal & Shibani Chacraborty
1600 Louise Drive
Jacksonville, Al 36265
(205) 435-3629

Sivani, Chitra & Ranes Chakraborty
5049 Cherokee Hills Drive
Salem, Va 24153
(703) 380 2362

Tuhina & Debesh Chakraborty
1119 Medlin Street, Apt. # M-15
Smyrna, Ga 30080
(770) 438-1404

Rita & Satya Chakravorty
6025 Twinpoint Way
Woodstock, Ga 30189
(770) 592-0563

Sriparna & Barid Chakravorty
164 Rivoli Landing
Macon, Ga 31210
(912) 474-5390

Madhumita & Samir Chatterjee
2702 Manor Glenn Lane
Suwanee, Ga 30024
(770) 932-0933

Nupur & Prabir Chatterjee
7092 South Wind
Columbus, Ga 31909
(704) 321-9200

Sharmila & Abhijit Chatterjee
2267 Orleans Avenue
Marietta, Ga 30062
(770) 977-0124

Chaitali & Sajal Chattopadhyay
5500 Grove Place Crossing
Lilburn, Ga 30247
(770) 564-3843

Rita & Debashis Chattopadhyay
112 Skilodge Drive, Apt. #236
Birmingham, Al 35209
(205) 945-4898

Parnika & Anil Chkraberti
1620 Brook Manor Drive
Hixson, Tn 37343
(423) 842-6922

Kanika & Dilip Chowdhuri
9404 Ashford Place
Brentwood, Tn 37027
(615) 370-3575

Indraneel Chowdhury
602 Lakeside Way
Newnan, Ga 30265

Anjana & Ashit Das
789 N. Main Street
Alpharetta, Ga 30201
(404) 667-3574

Bithika & Amaresh Das
132-1 Ashley Circle
Athens, Ga 30605
(706) 613-5865

Kalpana & Bijan Prasun Das
1364 Chalmette Dr.
Atlanta, Ga 30306
(404) 874-7880

Lekha & Ajit Das
1382 Chapel Hill Court
Marietta, Ga 30060

Nirmal & Ashima Das
5110 Main Stream Circle
Norcross, Ga 30092
(770) 446-5691

Raja Das
1506 Vinings Trail
Smyrna, Ga 30080
(770) 433-9477

Shyamali & Kamalendu Das
465 Lawnview Circle
Morgantown, Wv 26505
(304) 599-9406

Shyamoli & Priya Kumar Das
4515 Holliston Road
Doraville, Ga 30360
(770) 451-8587

Sutapa & Soumya Kanti Das
1476 Country Squire Court
Decatur, Ga 30033
(404) 496-1676

Tonmoy Dasgupta
1242 Ski Lodge Iii
Birmingham, Al 35209

Antara Datta
1550 Terrell Mill Road, Apt#45
Marietta, Ga 30067

Baishali & Gourishankar Datta
159 Whippor Will Circle
Athens, Ga 30605

Soma & Sanjib Datta
1310 Spring Gate Circle
Woodstock, Ga 30189
(770) 591-7160

Susmita & Somnath Datta
1060 White Hawk Trail
Lawrenceville, Ga 30043
(770) 513-9506

Indrani & Ranjan Datta Gupta
215 Weatherwood Circle
Alpharetta, Ga

Manosij Datta-Roy
1322 Briarwood Road #C-19
Atlanta, Ga 30319
(404) 233-3946

Mr. & Mrs. Anindya De
1728 Dyson Drive
Atlanta, Ga 30307

Maya & Sudhir Debnath
2794 Pontiac Circle
Doraville, Ga 30360
(404) 986-9190

Prateen & Vibha Desai
822 Wesley Drive Nw
Atlanta, Ga 30305
(404) 351-7882

Indrani & Pijush Dewanjee
110 Shaftsbury Road
Clemson, Sc 29631
(864) 653-5467

Sharmistha & Swarna Dutt
3000 Highway 5, #316
Douglasville, Ga 30135
(770) 942-5525

Arun & Mallika Dutta
4217 Dunwoody Road
Martinez, Ga 30907
(706) 868-5373

M. C. Dutta
1041 Stage Road
Auburn, Al 36830
(334) 826-3921

Swagata & Prosenjit Dutta
550 Allana Court
Stone Mountain, Ga 30087
(770) 498-7789

Manomita Ghoshal & Kebin Eliott
215 Kirkton Knoll
Alpharetta, Ga 30022-7633
(770) 664-9381

Nupur & Archana Gangopadhyay
1513, 9th Avenue, Apt #12
Birmingham, Al 35205
(205) 933-6431

Sudeep Gangopadhyay
2327 F. Dunwoody Crossing
Atlanta, Ga 30338
(770) 234-0131

Amitava & Indrani Ganguly
511 Cambridge Way
Martinez, Ga 30907
(706) 860-5586

Chanakya Ganguly
3116 Shadowood Parkway
Atlanta, Ga 30067
(770) 980-9753

Prabir Ganguly
1004 Bellreive Drive
Aiken, Sc 29803

Mamata & Sushanta Ghorai
1430 Meriwether Road
Montgomery, Al 36117
(334) 277-2848

Mira & Manojit Ghosal
3907 Camellia Drive
Valdosta, Ga 31602
(912) 244-1291

Amrit Raj Ghosh
718 Jefferson Drive
Atlanta, Ga 30350
(770) 522-9330

Jaba & Bob Ghosh
2828 The Falls Parkway
Duluth, Ga 30095
(770) 814-0065

Kalpana Ghosh
1833 Penny Lane
Marietta, Ga 30067

Leena & Dipankar Ghosh
5239 Jameswood Lane
Birmingham, Al 35244

Madhumanjari & Deepak Ghosh
6640 Akers Mill Rd, #30t4
Atlanta, Ga 30339
(770) 952-8894

Mita & Sarba Bijoy Ghosh
2695 Almont Way
Roswell, Ga 30076

Mr & Mrs. Kanai Ghosh
83 Murdock Street
Monroeville, Al 36460

Partha Ghosh
665 Wiltshire Drive
Montgomery, Al 36117

Mukut & Bula Gupta
107 Battery Way
Peachtree City, Ga 30269
(770) 487-9877

Rupa & Gautam Gupta
5719 Brookstone Walk
Ackworth, Ga 30101

Sabyasachi Gupta
5571 Vantage Point Road
Columbia, Md 21044
(301) 740-4367

Shanta & Kiriti Gupta
946 Bingham Lane
Stone Mountain, Ga 30083
(404) 296-7244

Jaya & Ardhendu Haldar
916 D. Amberly Drive
Norcross, Ga 30093

Gita & Narayan Halder
13504 Green Tree Drive
Tampa, Fl 33613

Muralidhar Hegde
6215 Rine Village Drive, #202
Huntsville, Al 35806

Joydip Homchowdhury
4571 M, Valley Parkway
Smyrna, Ga 30082
(770) 432-6882

Rajashri & Asit Jena
690 Silver Peak Court
Suwanee, Ga 30174
(770) 932-5382

Sheo Kumar Jha
2028 Oak Park Circle
Atlanta, Ga 30324
(404) 329-8939

Usha & Prasanna V. Kadaba
1071 Parkland Run
Smyrna, Ga 30082

Sunil & Rita Kapahi
5532 Mount Vernon Way
Dunwoody, Ga 30338
(404) 394-1851

Jhunu & Prabhash Karan
6900 Roswell Road, #F8
Atlanta, Ga 30328
(770) 396-8178

Somesh Karanjee
1112 Lake Knoll Drive
Lilburn, Ga 30047

Madhuchhanda & Debabrata Kundu
7410 B. Old Well Street
Charlottle, Nc 28212

Ann Barile & Yasho Lahiri
188 Mount Pleasant Avenue
Mamaroneck, Ny 10543

Pranab & Jayanti Lahiri
1742 Ridgecrest Ct.
Atlanta, Ga 30307
(404) 378-0315

Supti Lahiri
1268 Leaside Lane
Hixson, Tn 37343

Devi, Joy & Renu Laskar
95 Seville Chase Road
Atlanta, Ga 30328
(770) 394-4280

Sushmita & Jayanta Mahalanabis
1512 Moncrief Circle
Decatur, Ga 30033
(770) 908-2188

Ashish Mazumdar
927 Parkway Drive
Leeds, Al 35094
(205) 699-4708

Maya Ghosh & Pradip K. Mazumdar
2111 Merlin Drive
Chattanooga, Tn 37421
(423) 894-5413

Arti & Somnath Mishra
202 Summit Pointway
Atlanta, Ga 30329
(404) 325-8470

A. Mitra
706 Patrick Road
Auburn, Al 36830
(205) 887-8111

Anuradha & Bhashkar Mitra
1121 Monterey Parkway
Atlanta, Ga 30350
(770) 673-0566

Jagdish Mitra
4102 F, Dunwoody Park
Dunwoody, Ga 30338
(770) 350-6218

Mandira & Kalyan Mitra
1805 Roswell Road Apt. # 11d
Marietta, Ga 30062
(770) 579-1693

Rekha & Samarendra Nath Mitra
1366 Emory Road
Atlanta, Ga 30306
(404) 378-9850

Stephanie & Kin Mitra
135 Spalding Ridge Way
Dunwoody, Ga 30350
(770) 396-4922

Urmila & Dipankar Mitra
3622 Pebble Hill Road
Marietta, Ga 30062
(770) 509-9227

Bindu Mohan
1450 Valley Trail Way
Lawrenceville, Ga 30043

Ira & Harsha N. Mookherjee
1505 Bilbrey Park Drive
Cookeville, Tn 38501
(615) 526-5936

Amit Mukherjee
2095 Drew Valley Road
Atlanta, Ga 30319
(404) 636-1894

Maya & Nandalal Mukherjee
3320 Rock Creek Drive
Rex, Ga 30273

Partha & Sreelekha Mukherjee
2045 Pheasant Creek Dr.
Martinez, Ga 30907
(706) 860-1332

Mr & Mrs. Shyamal Mukherji
324 South Wingfield Road
Greer, Sc 29650

Kunal Mukhopadhyay
125 Royale Road Apt # 131
Athens, Ga 30605

Kallol Nandi
2401 Windy Hill Road, Apt #2406a
Marietta, Ga 30067
(770) 690-0687

Sujata & Saikat Nandi
319 Granville Court
Atlanta, Ga 30328
(770) 804-9114

Arvind & Sudha Padhye
2956 Wind Field Circle
Tucker, Ga 30084
(404) 939-1478

Sandra & Dr. N. Pathak
324 Seminole Dr.
Montgomery, Al 36117

Rimi & Asim R. Pati
2120 Riding Ridge Road
Columbia, Sc 29223
(803) 865-9612

Pran Paul
917 Burlington Court
Evans, Ga 30809
(706) 860-3121

Veena & Jaswant Pujari
930 Herterton Way
Alpharetta, Ga 30202
(770) 418-0878

Kalpana Rakkhit
63 Suffolk Road
Aiken, Sc 29803

Giriraj Rao
705 Nile Drive
Alpharetta, Ga 30201
(770) 993-5263

Krishna & Apurba Ray
1276 Vista Valley Drive Ne
Atlanta, Ga 30329
(404) 325-4473

Dilip & Krishna Ray
3404 Lochridge Dr.
Birmingham, Al 35216
(205) 979-5968

Eva & Subroto Ray
5426 Poplar Spring Drive
Charlotte, Nc 28269
(704) 597-5519

Baidya N. & Bharati Roy
710 Whittington's Ridge
Evans, Ga 30809
(706) 868-8233

Subhojit Roy
2205 Lake Park Drive, Apt C
Smyrna, Ga 30080

Arunava Saha
3800 Woodchase Lane
Marietta, Ga 30067
(770) 937-9605

Rama & Anuj Saha
610 Spring Creek Lane
Martinez, Ga 30907

Reema & Sushanta Saha
3870 Vicki Court
Duluth, Ga 30136
(404) 623-5608

Sujit & Geeta Samaddar
186 Stone Mill Drive
Martinez, Ga 30907
(706) 860-5808

Kaberi & Swadesh Samanta
2461 Highway 297-A
Cantonment, Fl 32533
(904) 968-6371

Ashish Sarkar
313 Ashvllle Court
Macon, Ga 31212
(912) 475-0392

Krishna & Sanjay Sarkar
336 Shiloh Lane
Tuscaloosa, Al 35406
(205) 345-9690

Moitri & Ashoke Sarkar
104 Noble Forest Drive
Norcross, Ga 30092

Nitis Sarkar
4794 Washtenaw Ave, #B1
Ann Arbor, Mi 48108
(313) 572-3636

Nurul & Rabeya Sarkar
113 Red Blue Lane
Martinez, Ga 30907
(404) 860-8127

Abhimanyu Sen
4576 L, Valley Parkway
Smyrna, Ga 30082
(770) 436-4135

Suzanne & Amitava Sen
340 Riversong Way
Alpharetta, Ga 30022
(770) 640-6774

Deepannita & Saibal Sengupta
3111 Waterfront Club Drive
Lithia Springs, Ga 30057
(404) 819-1213

Krishna & Suhas Sengupta
1692 Moncrief Cir.
Decatur, Ga 30033
(770) 934-3229

Mridul Sengupta
3724 Ashford Dunwoody Road, Apt # H
Atlanta, Ga 30319

Suman & Lynn Sengupta
610 Station View Run
Lawrenceville, Ga 30243

Samir M. Sinha
1550 Terrell Mill Road, Apt#4s
Marietta, Ga 30067

Uday Sinha
145 Camp Drive
Carrolton, Ga 30117
(404) 834-8252

Paula & Pradip Talukdar
3032 Preston Station
Hixon, Tn 37343

Paramjit Singh Virdi
1432 East Bank Drive
Marietta, Ga 30068

Vitha Jewellers
1594 Woodcliff Drive, Suite B
Atlanta, Ga 30329

P. Lali & Ian Watt
811 Chilton Lane
Wilmette, Il 60091